অভয়া।

রজনীকান্ত সেন প্রণীত।

রাজসাহী ;

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩১৭।

মূল্য ॥০ আট আনা।

নিবেদন।

"অভয়া" কাশিমবাজারের বিদ্যোৎসাহী মহারাজা অনারেবল শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের প্রসাদে প্রকাশিত হইল। ইহা প্রকাশের সমগ্র ব্যয়ভার মহারাজা বহন করিয়াছেন। এই রুগ্ন সাহিত্যসেবীর জন্য মহারাজা নানাপ্রকারে যে করুণা প্রকাশ করিলেন, তাহা সাহিত্যের সীমাহীন পটে অক্ষয় তুলি দিয়া চিরকাল লিখিত থাকিবে। নব্য সাহিত্যের ইতিহাসে একাধারে এরূপ উজ্জ্বল, করুণ ও উদার দৃষ্টান্ত অতীব বিরল।

আমি সঙ্কটাপন্ন পীড়িত, রোগশয্যাতে প্রুফ দেখিয়া দিবার সামর্থ্য আমার নাই, সুতরাং এই গ্রন্থে মুদ্রাকর প্রমাদ লক্ষিত হইবার সম্ভাবনা। ভরসা করি, সহৃদয় পাঠকগণ অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

পরিশেষে নিবেদন, এই গ্রন্থের কতকগুলি সঙ্গীত ইতঃপূর্ব্বে বিবিধ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল,
কটেজ নং ১২, কলিকাতা।
২০শে শ্রাবণ, ১৩১৭।

রুগ্ন গ্রন্থকার।

পরম-ভক্তিভাজন দানবীর

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

শ্রীচরণকমলেষু।

হে প্রশান্ত সুগম্ভীর-নিস্তরঙ্গ-করুণা-বারিধে!
দাঁড়াইয়া তোমার বেলায়,
এ দীন পূজক তব, স্পন্দহীন, নির্বাক হইয়া,
চেয়ে থাকে, পূজা ভুলে যায়!

সহস্র প্রবল ঝঞ্ঝা, বয়ে গেল, গৌরবমণ্ডিত
শিরোপরে, স্থির হিমগিরি!
দীন উপাসক তব, দাঁড়াইয়া চরণ প্রান্তরে
পূজা নিয়ে, আসিয়াছে ফিরি।

আপনি খুঁজিয়া নিয়া, শাপভ্রষ্ট দেবতার মত
আসিয়াছ কুটীর-দুয়ারে;—
শারীর-মানসশক্তি-বিবর্জ্জিত সেবক তোমার,
রুগ্ন,—আজি কি দিবে তোমারে?

যে সাজি লইয়া আমি বার বার আসিয়াছি ফিরি,
তাতে দু'টি শুষ্কফুল আছে;
দেবতা গো! অন্তর্যামি! একবার নিয়ো করে তুলি'
রেখে যাই চরণের কাছে।

মেডিকেলকলেজ হাসপাতাল,
কলিকাতা,
জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭।

গুণমুগ্ধ কৃতজ্ঞ
গ্রন্থকার।

সূচী

বিষয়। | পৃষ্ঠা।

বিষয়। | পৃষ্ঠা।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

তত্ত্ব সঙ্গীত।

অভয়া।

প্রার্থনা।

শুনাও তোমার অমৃতবাণী,
অধমে ডাকি' চরণে আনি'।
সতত নিষ্ফল শত কোলাহলে,
ক্লিষ্ট শ্রুতিযুগ কত হলাহলে,
শুনাও হে ;—
শুনাও, শীতল মনো-রসায়ন,
প্রেম-সুমধুর যন্ত্র-খানি।
হউক সে ধ্বনি দিক্-প্রসারিত,
মিশ্র কলরব ছাপিয়া ;
উঠুক ধরণী শিহরি' পুলকে
কাঁপিয়া সুখে কাঁপিয়া ;

বিতরি' এভবে শুভ বরাভয়,
রুগ্নে করি', হরি, চির-নিরাময়,
শুনাও হে ;—
শুনাও, দুর্ব্বল চিত্ত, হে হরি,
তোমারি শ্রীপদ-নিকটে টানি'।

বেহাগ—তেওরা।
"দাঁড়াও আমার আঁখির আগে"—সুর।

সৃষ্টির বিশালতা।

লক্ষ লক্ষ সৌর জগত
নীল-গগন-গর্ভে ;
তীব্র বেগ, ভীম মূর্ত্তি,
ভ্রমিছে মত্ত গর্ব্বে।
কোটি-কোটি-তীক্ষ্ণ-উগ্র-
অনল-পিণ্ড-তারা ;
দৃপ্তনাদে, ঝলকে ঝলকে,
উগরে অনল-ধারা।
এ বিশাল দৃশ্য, যাঁর
প্রকটে শক্তি-বিন্দু ;
নমি সে সর্ব্বশক্তিমান্
চির-কারণ-সিন্ধু !

ভজন—হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণভেদে গেয়।

সৃষ্টির সূক্ষ্মতা ।

স্তূপীকৃত, গণন-রহিত
ধূলি, সিন্ধু-কূলে ;
কোটি কীট করিছে বাস,
এক সূক্ষ্ম ধূলে ।
কীট-দেহ-জনম-মৃত্যু,
নিমিষে কোটি, লক্ষ ;
ভুঞ্জে দুঃখ, হরষ, রোষ,
প্রীতি, ভীতি, সখ্য ।
এই সূক্ষ্ম-কৌশল, রটে
যাঁর জ্ঞান-বিন্দু ;
নমি সে চির-প্রমাদ-শূন্য
চিৎ-স্বরূপ-সিন্ধু !

ভজন—হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ ভেদে গেয় ।

পাপ-রাত্রি।

(রূপক)

বুঝি পোহাল না পাতক রজনী ;
এই ভাবনা, বুঝি পাব না,
সেই মোহ-তিমির-হর, জ্ঞান-দিনমণি।
আর, মায়া-নিদ্রাহরা হেরিব না সিদ্ধি-উষা,
বৈরাগ্য-শিশির-ভরা, আনন্দ-কুসুম-ভূষা,—
নিরমল-ওঙ্কার-বরণী।

আমার, চলচিত্ত-চক্রবাক, আর ভক্তি চক্রবাকী,
কর্ম্মনদীর দুইপারে, করিতেছে ডাকাডাকি;
চির-তিমির-মজ্জিত, সহিছে চির-বিরহ,
করুণ-বিলাপ মাত্র বহিতেছে শব্দবহ,
পরদুখে বধিরা ধরণী।

আমার, সাধন-বিহঙ্গ, শুয়ে বিলাস-আলস্য-নীড়ে,
সন্দেহ-পেচক সুধু, অন্ধকারে ঘুরে ফিরে ;
প্রবেশি' তস্কর-রিপু শান্তিময়-মর্ম্ম-গেহে,
লুঠে মরকত-প্রেম, অমূল্য হীরক-স্নেহে,
(লুঠে) দয়া-মুক্তা, সদ্বিবেক-মণি।

অভয়া।

আমার নিষ্প্রভবিশ্বাস, যেন মাখিয়া কলঙ্কমসী,
শুক্লপক্ষ দ্বিতীয়ার ক্ষীণ-রেখ, ম্লানশশী;
সে'ও অস্ত গেছে হরি; কোটি সাধু-ইচ্ছা-তারা,
মোহ-মেঘ অন্তরালে হয়েছে বিলুপ্ত, হারা,
(সুধু) খেলিতেছে আতঙ্ক-অশনি।

(এই) বিভীষিকাময়ী নিশা, আমি নিরাশ্রয়, একা,
কোথা হে বিপন্নবন্ধু! দয়াময়! দাও দেখা;
ওই ভীম-বৈতরণী-উত্তপ্ত-তরঙ্গ বারি!
সন্ত্রস্ত তিতীর্ষু ডাকে, কোথা পারের কাণ্ডারী;
কই নাথ, শ্রীপদতরণী?

টোড়ি ভৈরবী—কাওয়ালী।

অনন্ত মূর্ত্তি ।

আমি চাহি না ওরূপ, মৃত্তিকার স্তূপ,
আমার মায়ের কভু ও মূরতি নয় ;
কোন্ কুম্ভকারে গ'ড়ে দিবে তারে ?
ইঙ্গিত-মাত্র যার সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ।

কোটি কোটি নিষ্কলঙ্ক শরদিন্দু,
যার মুখের লাবণ্য পেয়েছে একবিন্দু,
নয়ন-কোণে যার কোটি সবিতার
পূর্ণ-আবির্ভাব নিরন্তর রয় ;

শ্রীপদনখরে,—এক আকাশের নয়,—
সহস্র গগনের নক্ষত্র-নিচয় ;
প্রতি রোম-কূপে, কোটি জগৎরূপে,
মায়ের অসীম সৃষ্টি প্রতিভাত হয় !

নিখিল জগতের সমগ্র-চপলা,
স্নিগ্ধ-সমুজ্জ্বল-প্রশান্ত-অচলা,
মোহধ্বান্ত-নাশী, মায়ের মধুর হাসি,
অসীম স্নেহ-দয়া-ক্ষমামৃতময় ;

অভয়া।

সংখ্যাতীত পদে ফেরেন দ্বার দ্বার,
সংখ্যাতীত করে বিতরেণ উদ্ধার,
জীবের দুঃখে কাঁদি', যত্নে দেন মা বাঁধি',
আশীর্ব্বাদের রক্ষা-কবচ, বরাভয়।

ললিত—বিভাষ—একতালা।

মিলনানন্দ।

কে'ড়ে লহ নয়নের আলো, পাপ-নয়ন কর অন্ধ ;
চির-যবনিকা প'ড়ে যাক্ হে, নিভে যাক্ রবি, তারা, চন্দ্র।
হ'রে লহ শ্রবণের শক্তি, থে'মে যাক্ জলদের মন্দ্র ;
সৌরভ চাহি না, বিধাতা, রুদ্ধ কর হে নাসা-রন্ধ্র।
স্বাদ হর হে, কৃপাসিন্ধু, চাহি না ধরার মকরন্দ ;
স্পর্শ কর, হে হরি, লুপ্ত, ক'রে দাও অসাড়, নিস্পন্দ।
(তুমি) মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে এস প্রাণে, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ ;
এনে দাও অভিনব চিত্ত, ভুঞ্জিতে সে মিলনানন্দ।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

মুক্তি-ভিক্ষা

আকুল কাতর কণ্ঠে, প্রভু, বিশ্ব, চরণ অভিবন্দে ;
পাপ-তাপ সব নাশি, কর প্লাবিত চির-মকরন্দে।
বাঞ্ছিত সাধন মুক্তি, দেহ ভক্তি, ওহে অচল শরণ, সুখ-সিন্ধু !
দেবতা গো, হের শুভ চক্ষে, শান্তি-নিবাস, লহ তুলি বক্ষে,
মাগিছে কোটী তপন-শশী, মজ্জন চির-সুখ-নীরে গো।
"বন্ধন মোচন কর হে, প্রভু, বার এ চির পথ শ্রান্তি ;"
কাতরে কহে গ্রহতারা "প্রভু, দেহ চরণ তলে শান্তি ;"
শঙ্কিত শতচিত শূন্যে, হতপুণ্যে, প্রভু, দিবেনা কি যাচিত মোক্ষ ;
দেবতা গো............।

সম্বর দুঃসহ শকতি, প্রভু, রোধ এ ঘূর্ণিত চক্র ;
করহে নির্দ্দেশ-শূন্য, যত, শঙ্কট পথ ঋজু বক্র ;
স্তম্ভিত করহে মুহূর্ত্তে, তলে, ঊর্দ্ধে,
(যত) অগণিত শশী, রবি, রুদ্রে ;
দেবতা গো............।

"উঠগো ভারতলক্ষ্মী"—সুর।
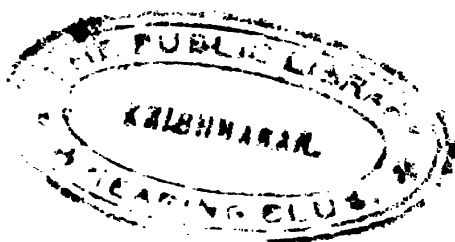
ব্যাকুলতা।

নিশীথে গোবৎস যখন বাঁধা থাকে মায়ের কাছে ;
কি পিপাসা ল'য়ে বুকে, পলে পলে মুক্তি যাচে !
কিবা অবারিত টানে, নদী ছোটে সিন্ধু পানে,
তারে নিবারিতে পারে কোথা হেন শক্তি আছে ?
প্রভাতে যখন পাখী, নাঁড়ে নিজ শিশু রাখি,
আহার সংগ্রহে ছোটে সুদূর নগর মাঝে,
দুর্ব্বল শাবক ভাবে, কতক্ষণে মাকে পাবে ;
কি তীব্র উৎকণ্ঠা ল'য়ে, আশার আশ্বাসে বাঁচে !
সেই ব্যাকুলতা কোথায় পাব, তেমনি ক'রে মাকে চাব,
সুখ দুঃখ ভু'লে যাব, হায়রে, সে দিন কোথা আছে !
হ'য়ে অন্ধ, হ'য়ে বধির, "মা", "মা" ব'লে হব অধীর,
দুনয়নে বইবে রে নীর, দীনহীন কাঙ্গালের সাজে।

বেহাগ—আড়া।

দুঃস্থ।

আমায় অভাবে রেখেছ সদা, হরি হে,
পাছে অলস অবশ হ'য়ে যাই,
আমায়, দেওনি প্রচুর ধনরত্ন,
পাছে, পাপে ডুবিয়া ব'য়ে যাই।
আমি, না বু'ঝে রোষ-ভরে, তোমারে,
হরি, কত কি মন্দ ক'য়ে যাই ;
আর, তোমার প্রেমের দান হারায়ে
ঘরে, ধরণীর ধুলো ল'য়ে যাই।
প্রভু, তোমার প্রেরিত শোকদুঃখ,
আমি, নিরুপায় ব'লে স'য়ে যাই,
আমি, অবিরত দুনয়ন মুদিয়া,
(প্রভু), স্বেচ্ছায় আঁধারে র'য়ে যাই।

লগ্নী—কাওয়ালী।

মানস-দর্শন।

(কবে) চির-মধু-মাধুরী-মণ্ডিত-মুখ তব,
রাজিবে মলিন-মরম-তলে!
পাতকী, পুলকে শিহরি', হেরিবে,
মুগ্ধমানসে, নেত্রজলে।
সঞ্চিত কত শত দুষ্কৃতি-বেদনা
সহিবে নীরবে তোমারি দান;
সকল হরষ, আশা, সকল ভাবনা, ভাষা,
সফল হইবে, হরি, করুণা বলে!

মিশ্র ভৈরবী—কাওয়ালী।

পতিত।

শমন-ভয়-হর, পরম-শরণ-ভবধব !
(তব) চরণ-তল-পরশ-ফল-অভয়-বর লব।
সবল কর অবশ মন, হর সকল ধন জন,
অঘ-অনল-দহন-ভয়-হরণ-পদ তব।
সকল-খল দলন কর ! অধম তব ভজন-পর,
জনক, তব তনয়-ভয়, মরণ-কলরব।
ভকত যত সদন-গত, সরল মম গমন-পথ,
(মন) গহন-বন চরণ-রত, সদয়, কত সব ?
অনবরত নয়নজল, সকল মম করম ফল,
হত ধরম-চরম বল, সরম কত কব ?

বসন্ত—ঝাঁপতাল।

কর্ম্মফল।

এত আলো বিশ্ব-মাঝে, মুক্ত করে দিলে ঢালি ;
তবে কোন অপরাধে, হরি, ঘোচেনা মনের কালী ?
হেথা, চির-আনন্দ-জলধি, উথলিছে নিরবধি,
তবে, আমি কেন তীরে রহি', বহি নিরানন্দ ডালি ?
বিমল-বিবেক-ভরা, জ্ঞানময়ী তব ধরা ;
তবে, আমি কেন মোহগর্ত্তে নিপতিত চিরকালই ?
হেথা, প্রেম-পিপাসুর তরে, চির-প্রেম-উৎস ঝরে,
তবে, প্রেম চাহি পাই কেন, বিদ্রূপের করতালী ?
হেথা, করুণা-প্রবাহ ছুটে, সুখ আসে, দুখ টুটে ;
তবে, কেন পাই সুধু স্বার্থ, নির্ম্মম, নিঠুর গালি ?
কান্ত বলে, কর্ম্ম-ফলে, সুধা ডোবে হলাহলে ;
তাই, প্রমোদ উদ্যান, মন, সকণ্টক তপ্তবালি !

ঝিঁঝিট—আড়ঠেকা।

প্রেম-ভিক্ষা

ব'য়ে যাক্ হরি, প্রেমেরি বন্যা, (এই) শুষ্ক-হৃদয়-মাঝে ;
ডুবাও রমণী, পুত্র, কন্যা, অভিমান, ধন, লাজে।
(ওরা ডু'বে যাক্)
(তোমার প্রেমের প্রবল বন্যায়, ওরা ডু'বে যাক্)
(ওরা স'রে যাক্ হে)
(আমার পথ হ'তে ওরা স'রে যাক্ হে)
(আমার প্রেম-সাধনার পথ হ'তে ওরা স'রে যাক্ হে)
(আমার ভজন-বৈরী, সাধন-বাধা স'রে যাক্ হে)
(আমি ভেসে যাব নাথ)
(তোমার প্রেমের এক টানা স্রোতে, ভেসে যাব নাথ)
(আমি সফল হব)
(তোমার পায়ে আপনা হারায়ে সফল হব)
(ওহে প্রেমসিন্ধু, আপনা হারায়ে সফল হব।)

যে প্রেমের স্রোতে আপনা হারায়ে, গোরা বলে হরি বোল হে,
সংসার তেয়াগি, দুহাত বাড়ায়ে, পাতকীরে দিল কোল হে।
(বলে, হরি বল ভাই)
(গোরা বলে, হরি বল ভাই)

(ধন জন মান কিছু নয়, সুধু হরি বল ভাই)
(কে টেনেছিল ?) (তারে কে টেনে ছিল ?)
(ঘরে যুবতীর প্রেম ভুলায়ে দিয়ে, কে টেনে ছিল ?)
(ঘরে স্নেহ-পাগলিনী মা ভুলায়ে, কেবা টেনে ছিল ?)
(আর রইল না হে) (আর ঘরে রইল না হে)
(গোরা আর ঘরে রইল না হে)
(কি মধু পেয়ে সে পাগল হ'ল, ঘরে রইল না হে)
(আর থা'ক্‌বে কেন ?)
(আর ঘরে থা'ক্‌বে কেন ?)
(সকল মধুর সার মধু পে'লে থা'ক্‌বে কেন ?)

যে প্রেমে প্রহ্লাদ বাঁচে বিষ পানে, শিলাসহ ভাসে জলে হে,
পোড়ে না অনলে, মরে না পাষাণে, বাঁচে করি-পদতলে হে।
(সে কেবল তোমায় ডাকে)
(অবোধ শিশু তোমায় ডাকে)
('কোথা বিপদ-ভঞ্জন মধুসূদন' ব'লে, তোমায় ডাকে)
(তারে কে মার'তে পারে ?)
(তুমি কোলে ক'রে তারে ব'সে ছিলে কেবা মার্‌তে পারে ?)
(তুমি প্রেমসুধা দিয়ে অমর কল্লে, কে মার্‌তে পারে ?)

কীর্ত্তনের সুর—জলদ একতালা।

হে নাথ ! মামুদ্ধর ।

ওহে, কলুষ-হরণ, নিখিল-শরণ,
দীন-দয়াল, হরিহে !
কাতর চিত, দুর্ব্বল, ভীত,
চাহ করুণা করিহে ।
(আর দুখ দিওনা)
(হরি হে, পাপীরে ক্ষমা কর, আর দুখ দিও না)
(আমি অনুতাপ বিষে জর জর, আর দুখ দিওনা)
(নইলে, কালী যে হবে)
(অনুতাপী পাপী দুখ পেলে নামে কালী যে হবে)
(নিষ্কলঙ্ক হরি নামে, হরি, কালী যে হবে)
(এই পতিত অধমে না তারিলে, নাম ডুবে যে যাবে)
ওহে, প্রেমসিন্ধু, জগদ্বন্ধু,
আমি কি জগৎ ছাড়া হে ?
এই গভীর আঁধারে, অকূল পাথারে,
একবার দেহ সাড়া হে ।
(সাড়া কেন দেবেনা ?)
(কাতরে পাপী ডাকে যদি, সাড়া কেন দেবে না ?)

(কেন তুলে নেবে না ?)
(সরল প্রাণের ডাক শুনে, কেন তুলে নেবে না ?)
(এর মাঝে তো আছি)
(এই জগতের মাঝে তো আছি)
(ওহে জগত্রাতা, এই জগতের মাঝে তো আছি)
(তবে ফেল্‌বে কিসে ?)
(এই জগতের বাপ মা হ'য়ে ফে'ল্‌বে কিসে ?)
(নিন্দে হবে) (নামের নিন্দে হবে)
(জগৎ থেকে ফেলে দাও, নইলে নিন্দে হবে)
(নিষ্কলঙ্ক দয়াল নামে, নিন্দে হবে)

ওহে, দীন-দয়াময়, কি হেতু নিদয়,
দুখসিন্ধুতীরে ফেলি' হে ;
ওহে, ভব-কর্ণধার, দেখ একবার,
করুণা নয়ন মেলি' হে।

(বড় নাম শুনেছি)
(ঘাটে এসে, দয়াল, দাঁড়িয়ে আছি, নাম শুনেছি)
(পারের কড়ি লাগেনা)
(তোমার ঘাটে পার হ'তে নাকি কড়ি লাগেনা)
('দয়াল' ব'লে তিন ডাক দিলে কড়ি লাগেনা)
('দীনে পার কর' ব'লে ডাক দিলে আর কড়ি লাগেনা)
(কাতর হ'য়ে ডাক দিলে আর কড়ি লাগেনা)
(চ'খের জলে ডাক্‌লে নাকি কড়ি লাগেনা)

(ব্যাকুল হ'য়ে ডাক্‌লে, নাকি কড়ি লাগেনা)

(সব কি মিথ্যে কথা ?)

(তরী আছে ঘাটে পাট্‌নী নাই, কি মিথ্যে কথা ?)

(তবে পার করে কে ?)

(আঁধারে পাথারে শ্রান্ত পথিকে পার করে কে ?)

(তাতো হ'তে পারে না)

(তরী আছে, তার মাঝি নাই, তাতো হ'তে পারেনা)।

বন্দী

ধীরে ধীরে মোরে, টেনে লহ তোমা পানে ;
(আমি) আপনা হারায়ে আছি, মোহ-মদিরা-পানে ।

প্রতি মায়া-পরমাণু, আমারে ক'রেছে স্থাণু,
টানিয়া ধ'রেছে মোরে, নিঠুর কঠিন টানে ।

ওহে মায়া-মোহহারি ! নিগড় ভাঙ্গিতে নারি,
নিরুপায় বন্দী ডাকে, অধীর, আকুল প্রাণে ।

সিন্ধু খাম্বাজ—কাওয়ালী ।

মনের কথা।

তোমারি ভবনে আমারি বাস,
তোমারি পবনে আমারি শ্বাস,
তোমারি চরণে আমারি নাশ,
জীবনে মরণে করিও দাস।
পাপ-ব্যাধিতে করিছে গ্রাস,
ফুরাইছে দিন লাগিছে ত্রাস,
তোমারি করুণা-অমৃত-প্রাশ,
দিও অন্তিমে এ অভিলাষ।
চরণে জড়িত কঠিন পাশ,
বাঁধিয়া রাখিছে বারটি মাস,
ভুলাইল মোহ, ভোগ-বিলাস,
তোমারি চরণ দীনের আশ।

মিশ্র পূরবী—একতালা।

হরিবল

পাপ রসনারে, হরি বল ;
ওরে, বিপদভঞ্জন হরি, ভকত-বৎসল ;
নাম, কররে সম্বল,
সার, কর পদতল।
হরিপদ-ছায়া-তলে যেজন শরণ লয়,
তার কি বিপদভীতি রাখে দয়াময় ?
তারে, বিতরি অভয়,
দেয়, শরণ অচল।
চেতনা দিয়াছে যেই, চেতনা থাকিতে তোর,
ডাক্ সে চেতনাধারে ত্যজি' ঘুমঘোর,
যেন, ত্বনয়নে লোর,
নামে, বহে অবিরল।

রাগিণী কাফি সিন্ধু—কাওয়ালী।

স্নেহ।

(ওমা) এই যে নিয়েছ কোলে ;
আগে, খুব্ ক'রে মোরে মে'রে ধ'রে,
শেষে, 'আয় যাদু বাছা' ব'লে ;
তুমি, তোমারি ধরারি মাঝে,
মোরে, পাঠালে আপন কাজে ;—
আমি, খেলা করি পথে, ফিরি পথ হ'তে,
আঁধার জীবন-সাঁজে ;
আমি দাঁড়ায়ে ছিলাম তাই ;
ভীত, নীরব, অপরাধি-সম,
সুধা'লে জবাব নাই ;
মা, তোর স্নেহের শাসনে, ক্ষমার আদরে,
হৃদয় গিয়েছে গ'লে।

'পাখী ঐ যে গাহিলি গাছে'—সুর

জাগাও ।

জাগাও পথিকে, ও সে ঘুমে অচেতন ।
বেলা যায়, বহু দূরে পান্থ-নিকেতন !
থাকিতে দিনের আলো,
মিলে সে বসতি, ভাল,
নতুবা করিবে কোথা যামিনী যাপন ?
কঠিন বন্ধুর পথ,
বিভীষিকা শত শত ;
(তবু) দিবাভাগে নিদ্রাগত, একি আচরণ ?

কেদারা—মধ্যমান ।

ব্যর্থ ব্যবসায়।

তব মূল ধনে করি ব্যবসায়, তোমারে দেইনা লাভের ভাগ
হিসেব করিয়ে সিন্দুকে তুলি, সাবধানে প্রতি ক্রান্তি, কাগ
তোমারি ধান্য করিয়া দাদন,
দেড়া ডনো করি লভ্য-সাধন,
তোমা দিয়ে ফাঁকি, গোলা ভ'রে রাখি,
চ'লে যায় বছরের খোরাক্।
তোমারি গাছের ফল বেচে খাই,
বাক্সে তুলি, সে তোমারি টাকাই,
তুমিই শিখালে যত ব্যবসায়,
কড়া, গণ্ডা, পাই, যতেক আঁক।
তুমি, দয়ার সাগর রাজ-রাজেশ্বর,
তলব করনা হিসেব পত্তর,
আমি বিশ্বাসঘাতক, চোর, প্রবঞ্চক,
তবু এ অধমে নাহি বিরাগ।

ঝিঝিট—একতালা।

অবোধ ।

বেলা যে ফুরায়ে যায়, খেলা কি ভাঙ্গে না, হায়,
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রি !
কে ভুলায়ে বসাইল কপট পাশায় ?
সকলি হারিলি তায়, তবু খেলা না ফুরায়,
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রি !
পথের সম্বল, গৃহের দান,
বিবেক উজ্জল, সুন্দর প্রাণ,—
তা'কি পণে রাখা যায়, খেলায় তা' কে হারায় ?
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রি !
আসিছে রাতি, কত র'বি মাতি ?
সাথীরা যে চ'লে যায়, খেলা ফে'লে চ'লে আয়,
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রি !

"তুমি গতি তুমি সার"—সুর ।

মা ও ছেলে।

মা, আমি যেমন তোর মন্দ ছেলে,
আমায়, ঝাঁটা মে'রে খেদিয়ে দিত,—
এই পৃথিবীর বাপ্ মা হ'লে।
ব'ল্‌তো, "শান্তি পেতাম, হাড় জুড়ুতো,
এই অভাগা নচ্ছারটা ম'লে ;"
ব'ল্‌তো, "এটাকে সে নেয় না কেন ?
এত লোককে যমে নিলে।"
তোর, একি দয়া, কি মমতা !
ভাব্‌তে ভাসি নয়ন-জলে ;
এই, বাপ্-তাড়ান, মা-খেদান,
অধমটা তুই দিস্‌নে ফে'লে।
আমার, এখনও যে শ্বাস ব'হে গো,
শারীর-যন্ত্র দিব্য চলে ;
ওমা, এখনও যে আমার ক্ষেতে,
বিপুল সোণার শস্য ফলে।
আমার, গাছে মিষ্টি আম ধরে গো,
সাজে বাগান নানা ফুলে ;

আমায়, চাঁদ সুধা দেয়, রৌদ্র রবি,
মেঘে বৃষ্টি-ধারা ঢালে।
তুই তো, বন্ধ ক'ল্লে ক'ত্তে পারিস্;
তোর, অসাধ্য কি ভূমণ্ডলে?
কান্ত বলে ছেলে কেমন, আর
মা কেমন, তাই দেখ্ সকলে।

প্রসাদী সুর (দ্বিতীয়)—জলদ একতালা।

তোমার স্বরূপ।

এই চরাচরে এম্‌নি ক'রে স্পষ্ট তোমার স্বরূপ লেখা,
(দেখে) মনে হয় গো যেন, দেখা দিতে দিতে দাও নি দেখা।
ভোরে যখন বেড়াই মাঠে, সূয্যি ঠাকুর বসেন পাটে,
যেন গো তার মুকুট খানি, ঐ মহিমার ছটায় মাখা।
(দেখি) চাঁদনি রেতে নদীর তীরে, জোছ্‌না ভাসে অধীরনীরে,
ঝল্‌কে ওঠে যেন তোমার অনন্ত আলোকের রেখা।
(যখন) জননী সন্তানের তরে, প্রাণ দিতে যান অকাতরে,
তখন দেখ্‌তে পাই সে মায়ের মুখে, তোমার প্রেমের চিত্র আঁকা।
আঁখি মেল্লেই দেখ্‌তে পারে, সেই আঁখি কেউ মেলে না রে,
কোলাহলে থাকে, পাছে দেখ্‌তে পায় গো থাক্‌লে একা।

মিশ্র ঝিঁঝিট—একতালা।
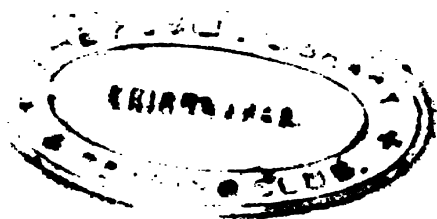
পাগল ছেলে।

আমায় পাগল করবি কবে ?
'মা, মা' ব'ল্‌তে অবিরত ধারে, দুনয়নে ধারা ব'বে !
আমি হাস্‌ব কাঁদব আপন মনে, নির্জ্জনে, নীরবে ;
আমার পাগল মনের যত কথা, মা, তোরি সঙ্গে হবে।
'ওকে বেঁধে রাখ' ব'লে সবাই ছুটবে কলরবে ;
তাদের প্রলোভনের চাটুবাণী, আমার পায়ে প'ড়ে রবে।
তোর কাজে মা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীতাতপ সব সবে ;
আমার প্রাণ র'বে তোর চরণতলে, দেহ র'বে ভবে।
'মা মা' বল্‌তে এ অজপা, ফুরায়ে যাবে যবে,
সে দিন পাগল ছেলে ব'লে, জাপ্টে ধ'রে,
আমায় কোলে তুলে লবে।

মিশ্র খাম্বাজ—রামপ্রসাদী সুর। জলদ—একতালা।

নিশ্চিন্ত।

ঐ, ভৈরবে বাজিছে, বিকট-ভয়াবহ-
গর্জ্জনে মরণ-বিষাণ!
হা, হা, কি বধির নিদ্রিত রে চিত!
মুদ্রিত অলস নয়ান!
ঐ ভীম-উর্ম্মি বহি' যায়,—
কাল-পয়োনিধি তাণ্ডব-নর্ত্তনে,
প্রতি পলে গ্রাসিবারে ধায়;
হা, হা, বেলা-সৈকতে, রে মন,
কি সুখ শয়নে শয়ান!
ঐ বিষধরী ভীম-জরা,—
করাল-কুণ্ডল দেহ রন্ধ্রগত,
জীবিত-শক্তি হরা;
হা, হা, দংশন-সংশয়-শঙ্কা-
শূন্য রে সুপ্ত পরাণ!

লগ্নী, কাওয়ালী—হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণভেদে গেয়।

মুখের ডাক

তা'রে যে 'প্রভু' বলিস্, 'দাস' হলি তুই কবে ?
তুই, মেটে গর্ব্বে ফেটে মরিস্, তোর বিভবের গৌরবে !
কোন্ মুখে তায় বলিস্ 'রাজা' ?
মন রে, তুই যে তার বিদ্রোহী প্রজা ;
তুই পাঁচ ভূতে দিস্ মাল-খাজানা,—
সেকি, বেশী দিন তা স'বে ?
কোন্ প্রাণে তা'য় বলিস্ 'বঁধু' ?
তা'রে কবে দিলি প্রেম-মধু ?
এই যে ফাঁকা বুজ্রুগি তোর,
আর কত দিন র'বে ?
এই, পাপের পাঠশালাতে প'ড়ে,
তা'রে 'গুরু' বলিস্ কেমন ক'রে ?
কান্ত কয়, সুধু মুখের ডাকে,
তোর, কোন্ কালে কি হ'বে ?

বাউলের সুর—তাল কাহারবা।

মিথ্যামতভেদ।

কেউ নয়ন মুদে দেখে আলো, কেউ দেখে আঁধার।
কেউ বলে, ভাই, এক হাঁটু জল, কেউ বলে সাঁতার।
কেউ বলে, ভাই, এলাম দেখে, কেউ বলে, ভাই, মলাম ডেকে
কোন্ শাস্ত্রে কি রকম লেখে, তত্ত্ব পাওয়া ভার।
কেউ বলে, সে পরম দয়াল, কেউ বলে, সে বিষম ভয়াল,
কেউ বলে, সে ডাক্‌লে আসে, কেউ কয় নির্ব্বিকার,
কেউ বলে সে গুণাতীত, কেউ বলে সে গুণান্বিত,
কেউ বলে আধেয়, (আবার) কেউ বলে আধার।
কেউ দেখে তায় করালকালী, কেউ বা দেখে বনমালী,
কেউ বা তারে স্থূল দেখে, কেউ ভাবে নিরাকার ;
কান্ত বলে দেখ্‌রে বুঝে, রাখ্ বিতর্ক ট্যাঁকে গুঁজে ;
'এটা নয়, সে ওটা',—এ সিদ্ধান্ত চমৎকার!

বেহাগ—জলদ একতালা।

সে।

(ও তুই) ভাবিস্ কি সে তোরি মতন পাত্‌লারে ?
দর কি তার কাণাকড়ি, বড় জোর আধ্‌লারে ?
অম্‌নি যেমন তেমন ক'রে, "আয়" ব'লে ডাক দিলে পরে,
তখনি হাজির হবে, মানবে না ঝড় বাদ্‌লারে ?
পাপের রাস্তা পেয়ে সোজা, পাপ ক'রেছিস্ বোঝা বোঝা,
তোর একাদশী, রোজা, চুলোয় যাবে, পাগ্‌লারে !
তার জাল জগৎ বেড়া, ফাঁক নাই তার সবই ঘেরা,
কৈ পুঁটি আদি ক'রে, পড়ে রুই, কাত্‌লারে !

বাউলের সুর।

রিপু।

দু'টো একটা নয়রে, ও ভাই, গাছ ছ' ছ'টা,
(তাদের) ফল তিত, আর গায়ে কাঁটা ;
আমার বড় সাধের বাগান ব'সেছেরে জু'ড়ে,
মস্ত শিকড়, আর গোড়া মোটা।
(আমার) ফল ফুলের গাছ যত, অপরাধীর মত,
(যেন) জড়সড়—খেয়ে লাথি ঝাঁটা ;
তাদের, ফলের গৌরব গেছে, ফুলের সৌরভ গেছে,
অকালে ঝরে, রয় শুক্‌নো বোঁটা।
আমার, গন্ধরাজ, চামেলী, গোলাপ, চাঁপা, বেলী,
আম, জাম, লিচু, কলম-কাটা ;
আহা, কেমন সতেজ ছিল, মলিন করে দিল,
হরে নিল হরিৎ রূপের ছটা।
আমি বিবেক-অস্ত্র দিয়ে, গোড়াটি কাটিয়ে,
কতবার ভাবি, ঘুচ্‌লো লেঠা ;
(মরে) থাকে দু'দিন মোটে, আবার বেড়ে উঠে,
"রক্ত বীজের" ঝাড় ও ক'টা।

"ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে"—সুর।

অকৃতকার্য্য ।

দে'খে শু'নে আন্‌লিরে কড়ি,
সব কড়ি গুলো হ'লরে কাণা ;
ভাল ব'লে কিন্‌লিরে দুধ,
উননে তু'ল্‌তে হ'লরে ছানা ।
বুনে ছিলি ভাল ভাল ফুল,
বেলি, যূথি, গোলাপ, বকুল,
ম'রে গেল জল না পেয়ে,
আগাছা ঘির্‌লে বাগান খানা ।

কেমন তোর হিসেব পাকা—
যত বারই দিলিরে টাকা,
তত বারই ফি'রে পেলি, মন,
ষোল আনা নয়, পনের আনা ।
কত বারই মজুর ডেকে,
খিড়্‌কি পুকুর তুল্‌লি ছেঁকে,
তবু কেন বছর বছর
রাশি রাশি ভেসে ওঠেরে পানা ।

ভয়া।

কবে হবে মায়ার ছেদন ?

কা'রে বল্‌বি প্রাণের বেদন ?

ইহ-পরকালের গতি, সে

দয়াল হরির চরণে জানা।

মিশ্র খাম্বাজ—জলদ একতালা।

অকৃতজ্ঞ।

তুই কি খুঁজে দে'খেছিস্ তাকে ?
যে প্রত্যহ তোর খোরাক পোষাক
পাঠিয়ে দিচ্ছে ডাকে।

ব'সে কোন্ বিজন দেশে,
তোর ভাবনা ভা'বৃছে রে সে,
আছিস্, কি গেছিস্ ভে'সে,
সেথান থে'কে খবর রাখে।

তুই ব'সে নিজের বাসায়,
থাকিস্ সেই ডাকের আশায়,
টাকাটি পে'লেই পাশায়
পড়িস্ নেশার পাকে ;

খা'স বেশ দুধে, মাছে,
সুধাস্‌নে আর কা'রো কাছে,
সে যে কোন্ দেশে আছে,
হেসে বেড়াস্ ফাঁকে ফাঁকে।

তার টাকায় জুড়িগাড়ী,
বৌ, বেটীর গয়না-শাড়ী,
ঘড়ি, চেন, পাকা বাড়ী,
আছিস্ ভারি জাঁকে !

ওরে মন, নিমকহারাম !
সুখ-শয়নে ক'চ্ছ আরাম ?
তা'র টাকায় মদ কিনে খাও,
তা'র কাছে কি গোপন থাকে ?

তা'র আবার এম্নি চিত্ত,
দেখেও জ্বলে না পিত্ত,
তোর দুখে কাঁদে নিত্য
(আর) আড়াল্ থে'কে ডাকে ;

তুই তো, মন, বধির, অন্ধ,
তবু, করেনা সে টাকা বন্ধ ;
কান্ত কয়, মকরন্দ ফে'লে,
খেলি মাকালটাকে ।

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা ।

দিন যায়।

ঐ রবি ডুবু ডুবু, গেল যে দিন ফুরায়ে ;
এখনো কে তোরে, মিছে নিয়ে বেড়ায় ঘুরায়ে ?
ওরে মন কুবেরের ছেলে
কার সনে তুই পাশা খেলে,
হাতে পাওয়া বাপের বিষয়
সবই দিলি উড়ায়ে ?
কা'র কাছে শুনেছিস্ কবে,
যে, যেমন ছিল, তেম্নি হবে,
যত্নে ঘরে নিয়ে গেলে
পাথর-কুচি কুড়ায়ে ;
আর কেন মন মিছে ঘুরিস্,
হিমে মরিস্, রোদে পুড়িস্
প্রেমের গাছের তলায় ব'স্, মন,
যাবে হৃদয় জুড়ায়ে !

বেহাগ—ঝাপতাল।

ভজন বাধা।

(আমি) ধুয়ে মু'ছে প্রাণটা যে দিন ক'রে তুলি সাদা ;
(ওরা) মায়ামোহের কালী সেদিন ঢে'লে দেয় জেয়াদা।
সে দিন ওদের বে'ড়ে যায় গো, (আমার) পায়ে ধ'রে সাধা ;
কেউ আদর ক'রে বলে "বাবা", কেউ বা বলে "দাদা"।
যেদিন ফকির হব ব'লে, (আমি) এড়াই সকল বাধা ;
(সেদিন) আঁ'কড়ে ধ'রে বলে, "তুমি মালিক, বাদ্‌সাজাদা।"
(আর) আমি অম্‌নি ফি'রে বসি, (আমি) এম্‌নি মস্ত হাঁদা ;
(ওগো) আমি, এম্‌নি ক'রে, ধীরে ধীরে, ব'নে গেলাম গাধা ;
কান্ত বলে, তোমার সনে আমার প্রাণ ত' ছিল বাঁধা ;
ওরা চোখে ধূলো দিয়ে, আমার লাগায় সুধু ধাঁধা।

মিশ্র লগ্নী—জলদ একতালা

হতাশ।

আমার হ'লনারে সাধন,
আমার পায়ে বেড়ি, হাতে কড়া,
গিঁঠে গিঁঠে বাঁধন।
(আমি) যাদের জন্যে দিন হারালেম,
তারা করে নির্যাতন ;
আমার নিজের দশা দেখ্‌তে, আসে
পরাণ ফেটে কাঁদন।
(ওরা) অবিরত কাণের কাছে
ক'চ্ছে ঢক্কা-বাদন,
(ভাইরে) এত গোলে, কেমন ক'রে
হবে তার আরাধন ?
(ওরা) সদাই রাখে চ'খে চ'খে
আমি যেন হারাধন ;
(আমি) মূলের কড়ি সব খোয়ায়ে,
কল্লেম মিছে দাদন।

গৌরী—জলদ একতালা।

অরণ্যে রোদন।

তোর ব'দ্‌লে গেল দেহের আকার, ব'দ্‌লে গেল মন,
তবু নয়ন মু'দে অচেতন।
যাদের খুসী ক'র্‌বি ব'লে ক'র্‌লি জীবনপণ,
তারাই বলে, "বুড়ো, আর ঘুমুবি কতক্ষণ ?"
যার কথা তুই নিস্‌নি কানে, সারাটি জীবন,
সেই, নিলাজ বিবেক আবার বলে, "শিয়রে শমন।"
যে মাকে তুই হেলা ক'রে ব'লতিস্ কুবচন,
সেই ক্ষমার ছবি ব'ল্‌ছে কাণে, "জাগ্‌রে যাদুধন !"
তোর একই কাতে রাত্ পোহালো ভাঙ্গ্‌লোনা স্বপন,
তোর জীবন-রাত্রি পোহায়, এখন উষার আগমন।
তোর বাল্য গেল ধূলো খেলায়, বিলাসে যৌবন,
কেমন ধীরে ধীরে ধ'র্‌লো জরা, এর পরে মরণ।
কান্ত বলে হায়রে ! আমার অরণ্যে রোদন ;
ডেকে ডুকে, মেরে ধ'রে, দেখ্‌লাম বিলক্ষণ।

বাউলের সুর।

বৈরাগ্য।

আর ধরিস্‌নে, মানা করিস্‌নে ;
আর কাঁদিস্‌নে, আমায় বাঁধিস্‌নে।
(আমার) গেল বেলা, নিয়ে ধূলো খেলা,
(আমি) আর কত কাল ক'রবো হেলা ?
(আমায় ছে'ড়ে দে, ছে'ড়ে দে, ছে'ড়ে দে, ছে'ড়ে দে)
যদি হ'তে পারি, প্রেমের অধিকারী,
আমার সঙ্গে তোদের কিসের আড়ি ?
(আমায় ছে'ড়ে দে......)
আর পারিনে গো, কিছু ধারিনে গো,
(এই) রইল এ ঘর বাড়ী নে গো।
(আমায় ছে'ড়ে দে......)।
আর কিসের দাবি ? এই নেগো চাবি ;
তোরা কি আমার সঙ্গে যাবি ?
(আমায় ছে'ড়ে দে......)।
সাধ পুরাইব, ফল কুড়াইব,
খেয়ে, তাপিত পরাণ জুড়াইব।
(আমায় ছে'ড়ে দে......)।

কীর্ত্তনের সুর।

সন্ধি।

আজি, জীবন-মরণ-সন্ধিরে !
প্রভু কোথা ছিলে ? আহা দেখা দিলে,
এই জীর্ণ-হৃদয়-মন্দিরে !
(ওগো বড় মলিন) (ওগো বড় আঁধার)।
এই যে সুত-জায়া, ওদের, বড় মায়া,
(ওরা) সাধন পথের দ্বন্দ্বীরে !
(ওরা ভজন-বাধা) (ওরা আপন কিসের)।
ওরা কত ছলে, সুখ দেবে ব'লে,
(আমায়) রেখেছিল, ক'রে বন্দীরে।
(এই মোহের কারায়) (এই বন্দীশালে)।
আর নাই বাকি, এখন মুদি আঁখি,
(রাখ) বুকে অভয়-চরণ ধীরে !
(আমার সময় গেল) (আঁধার হ'য়ে এল)।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর—জলদ একতালা।

সমুদ্র মন্থন।

(হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণভেদে গেয়)

ওরা মন্থন করি' হৃদয়-সিন্ধু,
তুলিয়া নিয়েছে, প্রেম-ইন্দু,
জ্ঞান-অমৃত, প্রীতি-লক্ষ্মী,
সদ্‌গুণ-পারিজাত ;

"আরো কত ধন রয়েছে নিহিত",—
চির-মন্থন ভাবি' বিহিত,
বক্ষে করিছে শত্রুমিত্র,
কঠিন দণ্ডাঘাত !

অতি মন্থনে উঠিছে গরল,
বিশ্বনাশী, তীব্র, তরল,
ত্রস্ত মথনকারি-সকল,
হেরি' গরলপাত ;

অভয়া।

ভগ্নবক্ষে সঞ্চর কর,
রুগ্নে রক্ষ; শঙ্কর! হর!
সম্বর অতি দারুণ বিষ,
ঈশ! বিশ্বনাথ!

ইমন কল্যাণ—একতালা।

খেয়া।

যদি পার হ’তে তোর মন থাকে পথিক, যা রে,
খেয়া ঘাটের পাট্‌নি এসেছে।
কা’রও কাছে নেয়না কড়ি, এম্‌নি গুণের মাঝি,
কাণা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর, সবার উপর রাজি গো।
নাম শুনেছি “দয়াল মাঝি,” কেউ জানেনা বাড়ী;
ঝড় বাতাসে ডর করে না জমায় সোজা পাড়ী গো।
সার কাঠের সেই অক্ষয় বজ্‌রা, চলে আপন বলে,
যে দিক থেকে বাতাস উঠুক, সোজা যাবে চ’লে গো।
যদি, বেলাবেলি ঘাটে যাবি, হাল্‌কা হ’য়ে চ’ল্‌বি;
খুলে ফেল্‌ তোর পায়ের বেড়ী, ফেলে দে তোর ত’ল্‌পি গো।

“সোণার কমল ভাসালে জলে”—সুর।

"হবে, হ'লে কায়া বদল।"

যে পথে, মরা ছেলে, যাচ্ছে নিয়ে শ্মশানঘাটে
দিয়ে 'হরিবোল'!
সেই পথে, আস্‌ছ নিয়ে, বিয়ে দিয়ে, ছেলে আর বউ,
বাজিয়ে রে ঢোল!
যে পথে, হরি প্রেমে, নেচে গেয়ে, যাচ্ছে ভক্ত,
বাজিয়ে রে খোল;
সেই পথে, শুঁড়ির বাড়ী, তাড়াতাড়ি, যাচ্ছরে, মন,
আচ্ছা পাগল!
যে পথে, বিষয়ত্যাগী, প্রেমবিরাগী, আস্‌ছে কাঁধে,
ফেলে কম্বল;
সেই পথে, টেড়ি কেটে, চেন ঝুলিয়ে, যাচ্ছে, হাতে
মদের বোতল!
ওরে, গীতাপাঠের সভায় কার কি, ক'র্‌বে চুরী,
ভা'বছ কেবল;
কান্ত কয়, আর ব'লো না, আর হ'লো না, হবে হ'লে,
কায়া-বদল।

"বাঁশের দোলাতে উঠে"—সুর।
বাউল—গড় খেমটা।

দ্বন্দ্ব রাহিত্য ।*

সংকীৰ্ত্তন ।

ভেদ বুদ্ধি ছাড় 'দুর্গা', 'হরি,' দুই তো নয়,
একিরে দুই পরিচয় ।
কালী, দুর্গা, হরি, কৃষ্ণ,
একই ব্রহ্মশাস্ত্রে কয় ;
শাক্ত হ'লে হরি-দ্বেষী
তার যে ভজন বিফল হয় ।
আবার, হরি-ভক্ত, শাক্তে হিংসা
ক'রলে অনন্ত নিরয়,
শাক্ত, দে ভাই 'হরি-ধ্বনি',
বৈষ্ণব, বল 'কালীর জয়' ।
যেমন, জলকে বলে কেউ বা 'পানি',
কেউ বা 'বারি', কেউ বা 'পয়' ।

---

* ১৩১২ সালে গ্রন্থকার তাঁহার জন্মপল্লীর নাতি-দূরস্থ গ্রামে গিয়া দেখেন যে শাক্ত ও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে ভয়ানক মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছে ; এক দলের লোক অন্য দলের উপাস্য দেবতার কুৎসা করিতেছে । গ্রন্থকার এই সঙ্গীত রচনা করিয়া সংকীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন ।

তেম্নি, নামের মাত্র ভেদ বটে ভাই ;—
সবাই নিত্য-ব্রহ্মময়।
যেমন, আধার ভেদে, ভিন্ন ভিন্ন
নাম ধরে এক জলাশয় ;
বিল, নদী, খাল, কুণ্ড, দামস,
জল সবি এক জলই রয়।
যে জন 'দুর্গা' ত্যজে, হরি ভজে,
'হরি' ফেলে, 'কালী' লয়,
তারে দুর্গা, কালী, বিষ্ণু, হরি,
সব দেবতাই নারাজ হয়।
এক হ'য়ে যাও মনে মুখে
এক প্রেমে বাঁধা হৃদয় ;
কালী প্রীতে বল 'হরি',
থাক্‌বে না আর শমন ভয়।
(আবার) কৃষ্ণপ্রীতে ব'ল্লে 'কালী'
'কৃষ্ণ কালী' হন সদয় ;
ঝগ্‌ড়া ঝাটি যাক্‌রে মিটে
বল 'কৃষ্ণ কালীর' জয়।

প্রলয়।

এ বিশ্ব, একের বিকার, সব একাকার,
হবে, দেখ বিচার ক'রে।
রবে না, উষ্ণ শীতল, শক্ত তরল,
বক্র সরল চরাচরে,
থাক্‌বে না, উপর নীচু, আগা পিছু,
ব'লে কিছু, জ্ঞান গোচরে।
রবে না, মাস কি বছর, দণ্ড প্রহর,
বার কি বাসর, আগে পরে ;
ডুব্‌বেরে, সন্ধ্যা সকাল, কাল কি অকাল,
আজ কিবা কাল কাল-সাগরে।
উঠ্‌বে না, চন্দ্র, তপন, সোণার বরণ,
ঐ গ্রহ-গণ, গগন ভ'রে ;
ঐ সাধের, উদয় অস্ত, সব নিরস্ত,
নিখিল ব্যস্ত, একের তরে।
ওরে ভাই, নীল, কি লোহিত, পাটল, কি পীত,
আর না মোহিত, ক'রবে নরে ;

র'বে না, কোনও শব্দ, নিখিল স্তব্ধ,
রইবে সব তো, মৌন-ভরে।
থাকবে না, ভাল মন্দ, তর্ক সন্দ,
হিংসা দ্বন্দ্ব ঘরে ঘরে ;
রইবে না, কর্ত্তা কর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম,
মৃত্যু জন্ম, জীব ও জড়ে।
কান্ত কয়, গড়েছে যেই, ভাঙ্গবে নিজেই
সৃষ্টি বীজেই, মৃত্যু ধরে ;
চির দিন, এমনি তাকে, হাট্‌টি লাগে,
সেই তা' ভাঙ্গে, আবার গড়ে।

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা।
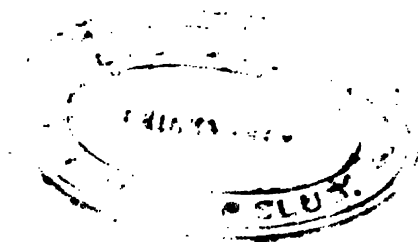
অবাক্ কাণ্ড।

ভাব্ দেখি মন, কেমন ওস্তাদ সে,—
যে, এই দিন দুনিয়া গ'ড়েছে।

বলিহারি, কি বন্দোবস্ত !
অবাক্ হ'য়ে চেয়ে আছে, পণ্ডিত সব মস্ত ;
তারা হা ক'রে ঐ দেখছে ব'সে রে,—
কি কাণ্ড হ'চ্ছে আকাশে

চাঁদ করে, ভাই, মোদের প্রদক্ষিণ,
সূর্য্যি ঠাকুর বে'ড়ে ঘুরি আমরা রাত্রি দিন ;
(আবার) সূর্য্যি ঘোরেন কার চার্‌দিকে রে,—
জিজ্ঞেস্ কর্ বৈজ্ঞানিকে।

সেই বা কেমন মজার ঘুরণ পাক,
পথ ছেড়ে এক ইঞ্চি যায় না, তার এমনি হাতের তাক্ ;
(আবার) পাকে পাকে রাস্তা এগোয় রে,—
তারো, সময় বেঁধে দিয়েছে।

বল্ দেখি এই সৌর পরিবার,
এদের, খেলার প্রাঙ্গন ঈথার-সিন্ধু কয় যোজন বিস্তার ?
তবু, ওটা অসীম শূন্যের ক্ষুদ্র অণু রে,
বল্, কার খবর বা কে রাখে ?

আলো, এক নিমেষে লক্ষ যোজন ধায় ;
আবার, আট মিনিটে সূর্য্যি হ'তে ধরায় পৌঁছে যায় ;
এমন, তারা আছে কত কোটী রে,
যাদের, আলো আসে তিন মাসে !

আবার এমন তারা কতই আছে, ভাই,
যাদের আলো, হাজার বছর রাস্তায় আছে,
আজো পেঁৗছে নাই !
এখন, বলুন, দেখি পণ্ডিতের গোষ্ঠী,
তারা আছেরে কত দূরে !

কান্ত বলে, বুঝবি আর কিসে,—
ভাবতে গেলে মাথা ঘোরে হারিয়ে যায় দিশে ;
প্রতি অণু হ'তে সূর্য্য-মণ্ডল রে,—
কি সুতোয় সে গেঁথেছে !

বাউলের সুর—তাল কাহারবা।

আশায় ছাই

আমি ভেবেছিলাম তোমায় ডা'ক্‌ব পরে,
আগে, প'ড়ে শুনে নিয়ে বুদ্ধি পাকাই ;

আমি প'ড়লাম কত এই বয়সে,
আহা, খরচ ক'রে বাবার কত টাকাই।

আমি, খেতাব পেলাম মস্ত লম্বা,
জ্ঞান তো হ'ল অষ্টরম্ভা,
আমি, গিল্‌লাম কত ধর্ম্মতত্ত্ব,
এ পেট ভ'রল না রে, সার হ'ল স্রধু চাথাই।

আমি নিজের মনকে দিয়ে ফাঁকি,
ভাব্‌লাম এবার তোমায় ডাকি,
(ওগো) অম্‌নি বাবা দিলেন বিয়ে,
তখন, সুন্দর দেখি যখন যে দিকে তাকাই।

তখন, বধূ ব'স্‌লেন হৃদয় জুড়ে,
তোমায় ফে'ল্‌লাম কোথায় ছুঁড়ে,
তোমায় আসন বউকে দিয়ে,
তার রাতুল পদে, কতই যে তেল মাখাই।

তখন সুরু হ'ল জীবের জন্ম,
এঁটে গেল সংসার ধর্ম্ম,
আর. খরচ চ'ল্‌লো বেজায় বেড়ে,
তবু মিথ্যে ক'রে যে কতই আসর জাঁকাই !

তখন ছেলের পড়া, মেয়ের বিয়ে,
ব'য়ে চ'ল্‌লো কল্‌কলিয়ে,
তাইতে ভেসে গেল ধর্ম্মের কোঠা,
সে তো পূ'রল না রে, র'য়ে গেল সেটা ফাঁকাই ।

ভাবি, এই মেয়েটার বিয়ে হ'লে,
গয়া কাশী যাব চ'লে,
ও বাবা আবার একটি দিলেন দেখা !
কর্ম্মের ফের্‌টা বোঝো, ঘু'র্‌ছে এম্‌নি চাকাই ।

আর কত সয় তাড়াহুড়ো,
এখন তো অথর্ব্ব বুড়ো,
কেবল খু'ল্‌ল না, হরি, তোমার দিক্‌টে,
তুমি দেখ্‌ছ তো সব, র'য়ে গেল সেটা ঢাকাই ।

মিশ্র বারোয়াঁ—পড়্‌খেমটা ।
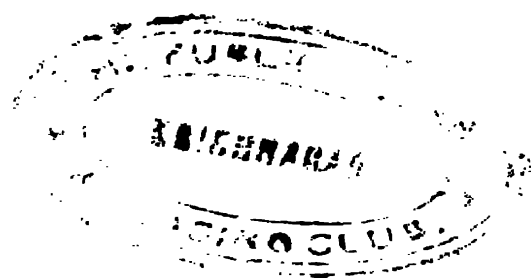
বিবিধ সঙ্গীত।

সান্ত্বনা-গীতি।*

উদাস পরাণে কেন বিজনে বসিয়া আর ?
ছিল, আছে, হবে, বল কোন্ দ্রব্যে অধিকার?
বিশাল জগতী তলে, প্রতি পলে অণুপলে,
কীট হ'তে গ্রহরাজি—জন্মে, মরে, শতবার।
কোন্ বিধানে জনমে, মরে বা সে কি নিয়মে,
জানে বা কে, বোঝে বা কে, রোধে বা কে, সাধ্য কার
সুধু ভ্রান্তি এ মমত্ব—কোথায় নির্ব্বূঢ় স্বত্ব ?
দুদিনের তরে সুধু—ন্যাসমাত্র বিধাতার।
মোহ মুক্ত কর দৃষ্টি, তুমিতো করনি সৃষ্টি,
যার ধন সেই লয় তবে কেন হাহাকার
আজ্ঞাকর সমীরণে স্থির হ'তে সে কি শোনে ?
(চাহ) চাঁদে রৌদ্র, সূর্য্যে সুধা, কিংশুকে সৌরভভার!
একা আসে যায় একা, পথে দু'দিনের দেখা,
ছায়াতে বস্তুত্ব জ্ঞান, এ নহে পুরুষকার।
মুছিয়া সজল-নেত্র, হের তব কর্ম্ম ক্ষেত্র,
কেন হবে লক্ষ্যহারা, মহারাজ! কে তোমার ?

মিশ্র গৌরী—ঝাঁপতাল।

* মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের জামাতৃ-বিয়োগ উপলক্ষে রচিত।

বিদায় সঙ্গীত।*

প্রভাতে যাহারে হৃদয় মাঝারে
আদরে বরিয়া আনি ;
আঁধার নিশায় কোথা সে মিশায়
ভাঙ্গিয়া হৃদয়খানি ;
আশা নিরাশায় ব্যথিত পরাণ ;
রুদ্ধকণ্ঠে বিদায়ের গান
অশ্রুসিক্ত, বেদনালিপ্ত ;—
—দুখে নাহি সরে বাণী।
তোমার প্রতিভা, তব গুণপনা,
এ জীবনে প্রভু, কভু ভুলিব না,
জানিনে আমরা তোমার আদর—
—কেবল কাঁদিতে জানি।
লহ এ মুগ্ধ হৃদয় অর্ঘ্য,
ভুলো না তোমার সেবকবর্গ,—
শুষ্ক এ অভিনন্দনমালা—
ছিন্ন ক'রো না টানি।

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী।

* রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলের কোন শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে রচিত।

নবীন উদ্যম।*

দীন নির্ঝর, ক্ষীণ জলধারা
ঝরে ঝর ঝর গিরি-অরণ্যে ;
কে করে সন্ধান, অতি ক্ষুদ্র প্রাণ,
অতিশয় তুচ্ছ, অতি নগণ্যে !
অতিক্রমি' যবে পাষাণের স্তূপে,
নেমে আসে ভীম-স্রোতস্বতী-রূপে,
প্লাবি' দুই কূল ;——এ বিশ্ব ব্যাকুল
ছু'টে আসে, ল'য়ে পিপাসা-দৈন্যে।
ক্ষুদ্র বীজ যবে হয় অঙ্কুরিত,
ভঙ্গুর, পেলব, ক্ষুদ্র, সঙ্কুচিত,
ক্রমে মহাবৃক্ষে হ'য়ে পরিণত,
ফল, পুষ্প, ছায়া, বিতরে অন্যে।
যদিও এ বাহু নহে কর্ম্ম-ক্ষিপ্র,
তথাপি উদ্যম অবিচল, তীব্র,
বাধা পদে দলি, ধীরে যাও চলি',
বিপদে, সম্পদে স্মরি' শরণ্যে।

পূরবী—একতালা।

* পুঠিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে রচিত।

উৎসাহ।*

সাঁঝে, একি এ হরষ কোলাহল!
নীল-গগন-তলে, তরল জ্যোতি জ্বলে,
ঢালি' এ হৃদয়ে, সুধা-লহরী-বিমল।
তন্দ্রা ত্যজিয়া, উঠ অলসতা পরিহরি',
তোরা না জাগিলে আর পোহাবেনা বিভাবরী,
চাহি 'খণা', 'লীলাবতী', তাই তোরা হ'য়ে, সতি,
স্তন্য-বিবেক পান কর অবিরল।
লক্ষ্মী-রূপিনী তোরা, দেবতা তোরাই, মাগো,
সে দিন ভাঙ্গিবে ঘুম, যে দিন বলিবি 'জাগো';
তোদের প্রফুল্ল মুখ, দেখে ভ'রে ওঠে বুক,
মনে হয়, নভো বুঝি হ'ল নিরমল।
তোদের যতন শ্রম, সুধু আমাদেরি তরে,
শৈশবে সুশিক্ষা দিয়ে, লইতে মানুষ ক'রে।
আহা, যেন তাই হয়! হোক্ মা তোদের জয়,
তোদের কুশলে হ'বে মোদের কুশল।

'নিপট কপট তু হু শ্যাম' — সুর।

* পুঠিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে রচিত

প্রীতি-অভিনন্দন।*

(হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ ভেদে গেয়)

শারদ-শশি-রুচির-বরণ, সজ্জন-চিত-কুমুদ-রমণ,
সুন্দর, মনো-নন্দন, জন-বন্দন, অধিরাজ !
বিকশিত-সুখ-কুসুম-পুঞ্জ-রাজিত-নব-প্রেম কুঞ্জ,
যুগল-প্রণয়-অমৃত ভুঞ্জ, মুঞ্চ বিফল লাজ !
আজি, জ্ঞান-ভকতি মিলিল রঙ্গে,
সিদ্ধি মিলিল ভজন সঙ্গে,
মিশিল তটিনী সুখ তরঙ্গে,
শান্ত-সিন্ধু-মাঝ,—
প্রণয়ি-যুগল-কুশল-দাত্রী, প্রেম-গীতি-মুখর-রাত্রি !
নব-জীবন-জলধি-যাত্রি, হরষে কর বিরাজ !

বেহাগ—একতালা।

* পুঠিয়ার রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত নরেশনারায়ণ রায় বাহাদুরের শুভ পরিণয় উপলক্ষে রচিত।

বিদ্বন্মণ্ডলীর অভ্যর্থনা।*

স্বস্তি! স্বাগত! সুধি, অভ্যাগত, জ্ঞান-পরব্রত,
পুণ্য-বিলোকন;
বিদ্যা-দেবী-পদ-যুগ-সেবী, লোকনিরঞ্জন,
মোহ-বিমোচন।
লহ সবশাস্ত্র-বিশারদ বর্গ,
দীন-কুটীরে প্রীতির অর্ঘ্য;
দেব-প্রভাময়-অতিথি-সমাগমে, জীর্ণ উটজ, মরি,
আজি কি শোভন!
হে শুভ-দরশন, ভারত-আশা!
মুগধপ্রাণে নাহিক ভাষা;
ধন্য, কৃতার্থ, প্রসন্ন, বিমোহিত, দীন হৃদয় লহ,
হৃদয়-বিরোচন!

মিশ্র রামকেলি—কাওয়ালী

---

* ১৩১৫ সালে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের রাজসাহী অধিবেশন উপলক্ষে রচিত।
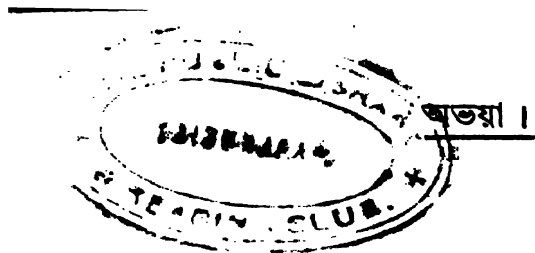
বাণী-বন্দনা ।*

তিমিরনাশিনী, মা আমার !
হৃদয়-কমলোপরি, চরণ কমল ধরি',
চিন্ময়ীমূরতি অখিল-আঁধার !

নিন্দি' তুষার-কুমুদ-শশি-শঙ্খ,
শুভ্র-বিবেক-বরণ অকলঙ্ক,
মুক্ত-শূন্য-ময়, শ্বেত রশ্মি-চয়,
দূর করে তমঃ-তর্ক-বিচার ।

ওই করিল করুণাময়ী দৃষ্টি,
সম্ভব হইল জ্ঞানময়ীসৃষ্টি ;
আদি-রাগ-ধর, বীণ-সুধা-স্বর,
জাগ্রত করিছে নিখিল সংসার ।

কালিদাস-ভবভূতি, মহাকবি,
বাল্মীকি, ব্যাস, ভাগবত ভারবি,
ও পদ-ধূলি-বলে, লভিল ধরাতলে,
অক্ষয় কীর্ত্তি, পরম সৎকার ।

---

* ১৩১৫ সালে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের রাজসাহী অধিবেশন উপলক্ষে রচিত ।

অভয়া।

জ্যোতিষ-গণিত-কাব্য-শুভ-হস্তে !
ভগবতি ! ভারতি ! দেবি ! নমস্তে !
দেহি বরপ্রদে ! স্থানমভয় পদে,
ত্বরিতে দূর কর মোহ আঁধার।

'নিপট কপট তুঁহু শ্যাম'—সুর।

জ্ঞান ।*

জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান সেবা, জ্ঞান পুরুষকার,
জ্ঞান কুশল-সার ;
জ্ঞান ধর্ম্ম, জ্ঞান মোক্ষ, জ্ঞান অমৃত-ধার ;
জড় জীবন যার, অলস অন্ধকার,
জ্ঞান বন্ধু তার ।

ঐ মত্ত বিপুল নীর, চঞ্চল, সুগভীর,
ঊর্ম্মি চির-অধীর, কোথায় ভরসা-তীর ?
মুগ্ধ জড়ধী, মোহ-জলধি, কেমনে হইবে পার ?
সান্ত্বনা কোথা আর ? শরণ লইবে কার,
বিনা জ্ঞান-কর্ণধার ?

ঐ মুক্ত-ব্যোমময় জ্ঞান ব্যাপিয়া রয়,
শূন্যে গ্রহনিচয়, ঘোষে জ্ঞান-জয় !
জ্ঞান ঊর্দ্ধে, মধ্য, নিম্নে, জ্ঞান নিখিলাধার,
জ্ঞান সৃজন-দ্বার জ্ঞান স্থিতি-ভাণ্ডার,
জ্ঞানে লয়-সংহার ।

---

* ১৩১৫ সালে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের রাজসাহী অধিবেশন উপলক্ষে রচিত ।

অভয়া।

হের, বিশ্ব-কুসুমবন,　　করি ফুলে ফুলে বিচরণ,
ওহে জ্ঞান-মধুপগণ,　　কর, জ্ঞান-মধু আহরণ,
করহ পান, করহ দান, যুগে যুগে অনিবার,
জ্ঞান-চরণে তাঁর　　দেহ জ্ঞান উপহার,
লভ, মুকতি-পুরস্কার।

'কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে'—সুর।

বিদায় সঙ্গীত।*

সুখের হাট কি ভেঙ্গে নিলে!
মোদের মর্ম্মে মর্ম্মে রইল গাঁথা,
(এই) ভাঙ্গা বীণায় কি সুর দিলে!
দুঃখ দৈন্য ভুলে ছিলাম,
ডুবে আনন্দ-সলিলে;
(ওগো) দুদিন এসে দীনের বাসে,
আঁধার ক'রে আজ চলিলে।
(মোদের) কাঙ্গাল দেখে দয়া ক'রে
নয়নধারা মুছাইলে;
(আমরা) জ্ঞান-দরিদ্র দেখে বুঝি,
দুহাতে জ্ঞান বিলাইলে!
(এই) শ্রেষ্ঠ দানের বিনিময়ে,
কি পাইবে ভেবেছিলে?
(ওগো) আমরা ভাবি দেবতা তুষ্ট,
প্রীতিভরা প্রাণ সঁপিলে!

---

* ১৩১৫ সালে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের রাজসাহী অধিবেশন উপলক্ষে রচিত।

পাওনি যত্ন পাওনি সেবা,
কষ্ট পেতে এসেছিলে !
(মোদের) প্রাণের ব্যাকুলতা বুঝে,
ক্ষমা ক'রো সবাই মিলে ।
কি দিয়ে আর রাখ্‌বো বেঁধে,
রইবেনা হাজার কাঁদিলে ;
(সুধু) এই প্রবোধ যে হর্ষবিষাদ,
চিরপ্রথা এই নিখিলে !

প্রসাদী সুর ।

সমাজ।

তোরা ঘরের পানে তাকা ;
এটা কফ্‌ভরা রুমালের মত,
বাইরে একটু আতর মাখা।
বহুশাস্ত্র বারিধি, কালাচাঁদ বিদ্যেনিধি,
নিবারণ মাইতির সঙ্গে কচ্ছেন তর্কফাঁকা,
মাইতি বলে, 'মুর্‌গী ভাল,' শাস্ত্রী বলে, 'ধর্ম্ম গেল,'
(আবার) আঁধার হ'লে দুজন মিলে,
হোটেলে হ'লেন গা' ঢাকা!

অথর্ব্ব বুড়োর সনে, সাত বছরের ক'নে,
বিয়ে দেয় নিঠুর বাপে, হাতিয়ে কিছু টাকা ;
(আবার) এম্‌নি কিছু মোহ তস্কার, যে দু'শ শাস্ত্রী, বিদ্যালঙ্কার,
সেই বিয়ের মন্ত্র পড়ায়,
উড়িয়ে টিকি জয়-পতাকা!

না যেতে বাসিবিয়ে, মেয়ের যায় সব ফুরিয়ে,
মোছে কপালের সিঁদুর, ভাঙ্গে হাতের শাঁখা ;
(তখন) মিলে সব শাস্ত্রীবর্গ, হেসে করান বৃষোৎসর্গ,
মেয়েটির একাদশীর সুব্যবস্থা করেন পাকা।

সে একাদশীর রেতে, মরে জল পিপাসেতে,
বোকা বাপ্ দাঁড়িয়ে দেখে, মাথায় হাঁকায় পাখা ;
(আবার) ব'সে সেই মেয়ের পাশে, অন্ন গেলে গ্রাসে গ্রাসে,
সমাজের নাই চেতনা, অন্ধ, বধির, মিথ্যে ডাকা।

পাড়াগাঁয় দলাদলি, সুধু কানমলামলি,
'ভাইপো'কে রাগের চোটে, শালা বলেন কাকা ;
(আবার) পেলে একটু দোষের গন্ধ, অম্‌নি ধোপা নাপিত বন্ধ,
এঁরাই আবার সভায় বলেন, 'উচিত মিলে মিশে থাকা !'

পুরোহিত পূজোয় ব'সে মন্ত্র আওড়াচ্ছে ক'সে,
গায়েতে নামাবলী, প্রাণে লুচির ঝাঁকা ;
(আবার) বাইরে ব'সে নব্য হিন্দু, গণ্ডুষ কচ্ছেন মদ্যসিন্ধু,
ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই একবিন্দু, সুধু কৌলিক বজায় রাখা।

কান্ত কয় কইব কত, এরাই দেশহিতে রত,
এটা যে গাড়ীর মত, কাদায় ডুবল চাকা,
এরা, ঘুমিয়ে ছিল উঠ্‌লো জেগে,
চাকা টান্‌তে গেল লেগে,
মরণের জন্যে যেমন কুম্ভকর্ণের হঠাৎ জাগা !

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা।

পতিত ব্রাহ্মণ।

আমরা ব্রাহ্মণ ব'লে নোয়ায় না মাথা, কে আছে এমন হিন্দু ?
আমাদেরই কোনও পূর্ব্ব পুরুষ গিলে ফেলেছিল সিন্ধু।
গিরি গোবর্দ্ধন ধরে ছিল যেই, মেরেছিল রাজা কংসে,
তার বক্ষে যে লাথি মারে, সে যে জন্মেছিল এ বংশে ;
বাবা, এখনো রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে অমন ধোলাই পৈতে ;
তোমরা মোদের সম্মান করিবে, সে কথা আবার কইতে ?

আগেকার মত মুখ দিয়ে আর বেরোয় না বটে আগুন,
(কিন্তু) কথার দাপটে এ দুনিয়া মারি, সাহস থাকেতো লাগুন
যদিও এখন অভিশাপ দিয়ে ক'ত্তে পারিনে ভস্ম ;
(কিন্তু) হাওয়াই তর্কে গিরি উড়ে যায়, তোমরা আবার কস্য ?
বাবা, এখনো রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে, ইত্যাদি।

পৌরহিত্য ক'রে থাকি আর করি মোরা গুরুগিরি হে ;
(আর) নরক হইতে দু'হাত তুলিয়া দেখাই স্বর্গের সিঁড়ি হে ;
অনুস্বার আর বিসর্গের যোগে বাজাই এম্‌নি আখ্‌ড়াই,
(যে) যজমান, আর শিষ্যবর্গে, বেমালুমভাবে পাক্‌ড়াই ;
বাবা, এখনো রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে ইত্যাদি।

অভয়া।

যদিও করেছি চটির দোকান, ঠেল্‌ছি বেড়ি ও হাতাটা,
(কিন্তু) টিকিটি সুদ্ধ বজায় রেখেছি মহর্ষি ব্যাসের মাথাটা ;
মদ্‌টা আস্‌টা খাই, মাঝে মাঝে পড়েও থাকি গো খানাতে,
(আর) ব্রাহ্মণ ব'লে চিনিতে না পেরে ধরেও নে' যায় থানাতে।
কিন্তু এখনো রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে ইত্যাদি।

যদিও ভুলেছি সন্ধ্যা ও গায়ত্রী, জপ, তপ, ধ্যান, ধারণা,
(কিন্তু) ব্রাহ্মণত্ব কোথা যাবে ? সোজা কথাটা বুঝিতে পার না ?
টুক্ ক'রে ঢুকে চাচার হোটেলে খাই নিষিদ্ধ পক্ষী,
(আর) ভোরে উঠিয়া গীতা নিয়ে বসি, বাবা বলে 'ছেলে লক্ষ্মী' ;
বাবা, এখনো রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে ইত্যাদি।

চুরী কি ডাকাতি, খুন কি জখম, যা'খুসী দু'হাতে ক'রে যাই ;
পক্ষীতো ভাল, রাস্তায় যদি আস্ত "—"টা ধরে খাই ;
আমরা হচ্ছি জেতের কর্ত্তা, আমাদের জাত নিবে কে ?
(এই) স্বার্থের পাকা-বেদীর উপরে গলা টিপে মারি বিবেকে।
বাবা এখনো ঝুল্‌ছে ব্রহ্মণ্য তেজের Leyden Jar এ পৈতে ;
তোমরা মোদের সম্মান করিবে সে কথা আবার কইতে ?

মিশ্র ইমনকল্যাণ—একতালা।

নব্যানারী।

জেনে রাখ, ভায়া, নারী এল ভবে কি কাজ সাধিতে ;
ওরা জমা বেঁধে নেয় সংসার জমি,
চষে নাক' কভু আধিতে।
সৃজিতে নয়ন-সলিল-বন্যা,
প্রসব করিতে পুত্র-কন্যা,
(আর) শত বন্ধনে পুরুষ গরুকে
মায়ার খুঁটোয় বাঁধিতে।

পরিতে পার্সি সাড়ী, সিমলাই,
বোম্বাই, বারাণসী গো,
পরিতে সোণা ও হীরের গহনা,
গাঁথা যাহে তারা শশী গো ;
মোদের খরচে এ সব কার্য্য
সাধিতে হইবে, তা অনিবার্য্য ;
'জবাকুসুম' ও 'কুন্তলীনে'
চিকুর-কলাপ বাঁধিতে।

বিগ্রহে, কাক-ময়ূর-কণ্ঠা,
সন্ধিতে, পিক পাপিয়া ;
সন্ধি-সময়ে, খেতে ছোলাভাজা,
মোদের স্কন্ধে চাপিয়া।
না হয় আমরা ভাল বাসিব না,
করিতে আসেনি, ছি, ছি, দাসীপনা ;
খাইতে আসেনি মোদের বকুনি,
কিম্বা হেঁসেলে রাঁধিতে।

কষ্ট করিয়া কোমল শরীরে,
কি হেতু শিখিবে বিদ্যা ?
নিত্য মুখরা বাক্যবাদিনী
ওদের সহজ-সিদ্ধা।
যামিনী-শয়নে হ'লে বিলম্ব,
শয্যাপার্শ্বে বিষম লম্ব
হয়ে নিরুপায়, ও হতভম্ব,
পায়ে ধ'রে হয় সাধিতে।

না করিতে এক পয়সা উপায়,
অনটন হোক্ হাজারি ;
না ধরিতে নিজ পুত্র কন্যা,
মেয়ে যেন কোনও রাজারি।

হাসিয়া করিতে মোদের ধন্য,
রাগিয়া মলিতে মোদের কর্ণ,
(আর) ছুতোনাতা নিয়ে, অভিমান ক'রে,
মোদের মর্ম্মে 'ঘা' দিতে।

বেহাগ—একতালা।

মোক্তার।

আমরা, মোক্তারি করি ক'জন,
এই, দশ কি এগার ডজন,
কিন্তু, সংখ্যার অনুপাতে আমাদের
বড্ডই কম ওজন।

পরি, চাপকান তলে ধুতি,
যেন, যাত্রার বৃন্দেদূতী ;
আমরা, দৌত্য কর্ম্মে পটু তারি মত
জানি রসিকতা স্তুতি।

যত, ভাইসাহেব মক্কেল,
তাদের কতই যে মাখি তেল,
আর, দু' আনা, চার আনা ছ' আনায়, করি
সরষে কুড়িয়ে বেল।

যত, নিরক্ষর চাষা গুলো,
প্রায় দিয়ে যায় কলা মূলো,
দেখ, ক'রে তুলিয়াছি প্রায় একচেটে
চাচার চরণ ধুলো।

অভয়া।

কত মিষ্টি কথায় মাতিয়ে,
আর, ধর্ম্ম-কুটুম পাতিয়ে,
ঐ, লম্বা দাড়িতে হাতটি বুলিয়ে
যা থাকে নেই হাতিয়ে।

করি, জামিনের ফিস আদায়,
কভু, আসামীটে গোল বাধায়,
ঐ, বিচারের দিনে হাজির না হ'য়ে
হাসির দ্বিগুণ কাঁদায়।

ঢের বাঁধা ঘর আছে বটে,
কিন্তু বলা ভাল অকপটে,
যে বছরের শেষে পূজোর সময়,
মাইনে চেলেই চটে।

দু'টো ইংরেজী কথাও জানি,
সুধু ভুলেছি Grammar খানি,
এই 'I goes','he come','they eats' বেরোয়
ক'রে খুব টানাটানি।

ব'লি, Your honour record see,
What, প্রমাণ against me ?
এই doubt's benefit all court give
হুজুর not give কি ?

অভয়া।

কারো টাকা যদি পড়ে হাতে,
বড় নগদ রয়না তাতে,
আমরা জমা খরচেই সব সেরে দেই
পণ্ডিত ধারাপাতে।

বলি "মা'ত্তে দেখিনি কিরে?
বেটা কান দু'টো দেবো ছিঁড়ে,
বল্, নিজের চক্ষে মা'ত্তে দেখেছি
দশ বারজনা ঘিরে"।

(রাখি), জমা খরচটা মস্ত
তাতে এমনিতর অভ্যস্ত,
বাজেয়াপ্তিতে জলকেটে নেয়,
দুগ্ধে পড়ে না হস্ত।

এখন, ভার হইয়াছে বসত,
প্রায় বন্দ হয়েছে রসদ,
মক্কেল, হাকিম, গিন্নি, চাকর,
সব মনে করে অসৎ।

গোপনে দিয়েছি খেয়েছি কত,
সাক্ষী শিখিয়েছি অবিরত,
(এ হাতে) দোষীর মুক্তি, নিরপরাধীর
জেল হ'য়ে গেল কত!

সদর খাজানা না দিয়ে,
(ও সে) টাকাটা গোপনে হাতিয়ে,
নিলাম করিয়ে নিজে কিনে নেই
গরীব মালিকে কাঁদিয়ে।

আর বেশী দিন কই বাকি ?
শুনেছি, সেখানে চলে না ফাঁকি ;
আমরা শিখিয়েছি কত দোষীর জবাব,
মোদের জবাবটা কি ?

'আমরা বিলেত ফের্‌তা ক' ভাই'—সুর।

ভয়া।

ডাক্তার

দেখ, আমরা হচ্ছি পাশকরা,
ডাক্তার মস্ত মস্ত ;
ঐ Anatomy, Physiologyতে
একদম সিদ্ধহস্ত।
আমরা ছিলাম যখন students,
ঐ Medical Jurisprudence,
এই Poetryর মতন আউড়ে যেতাম ;
ভেবোনা impudence ;
And, that hellish cramming system,
was but all for good ends.

আমরা M. B. কিম্বা M. D. কিম্বা L. M. S.
V. L. M. S.
And as a rule, we take as medicine
Vinum galicia, more or less.
আমরা, ব'লে দিতে পারি, তোমার,
দেহে ক'খানা হাড়।

করি spinal cord আর wisdom toothএর
সম্বন্ধ বিচার।
আর ঐ, পচা পোকাপড়া,
হাতে, ঘেঁটেছি কত মড়া,
যখন দ'মে যেতাম, দে'খে, সেটা
কি সব দ্রব্যে গড়া',
তখন, এক peg whisky টেনে নিয়ে,
মেজাজ কর্ত্তাম চড়া।
আমরা M. B. কিম্বা M. D. ইত্যাদি।

ঘেন্না ফেন্না নাই আর আমাদের,
হয়েছি মুচি নাকা,
তোমার মূত্র বিষ্ঠা ঘাঁট্‌তে পারি, দাদা,
পেলে নূতন টাকা;
রোগটা বুঝি বা না বুঝি,
আগে, দর্শনী ট্যাকে গুঁজি,
দেখ, stethescope আর thermometer,
আমাদের প্রধান পুঁজি;
রোগের, description শুনে, prescription করি,
অম্‌নি সোজাসুজি;
আমরা M. B. কিম্বা M. D. ইত্যাদি।

তোমার ছেলে অক্কা পেলে,
আমার কি আর তাতে;

কিন্তু অষুধের billটে আস্‌বেই আস্‌বে
প্রত্যেক সন্ধ্যায় প্রাতে,
তুমি, হাজার মাথাঠোকো,
আর, দেবো না বলে রাখো,
Bill টা, ডিমরুল-মাফিক তেড়ে ধ'রবে,
জলে বা গর্ত্তে ঢোকো,
তা, হওনা তুমি কিস্‌মত মণ্ডল,
হওনা Admiral Togo ;
আমরা M. B. কিম্বা M. D. ইত্যাদি।

Medical certificate এর জন্যে
এলে ধনী কেহ,
ঐ, জলপানী কিঞ্চিৎ হাতিয়ে, ব'লে দেই,
"অতি রুগ্নদেহ,
আমার চিকিৎসার নীচে আছেন,
জানিনে মরেন কিম্বা বাঁচেন,
এঁর ব্যারাম ভারি শক্ত, ইনি
হাই তোলেন আর হাঁচেন ;
আর, কষ্ট হলেই কাঁদেন, আর
আহ্লাদ হলেই নাচেন ;"
আমরা M. B. কিম্বা M. D. ইত্যাদি।

দেখ্‌লে, compound fracture, simple fracture,
tumour কিম্বা sore ;

বা ফূর্ত্তিতে, লেগে যাই, তখন
দেখে নিও ছুরির জোর ;
এই সিদ্ধ হস্তে কেটে,
দি, আঙ্গুল দিয়ে ঘেঁটে,
আমরা পরের গায়ে ছুরি চালাই
অতি ভয়ঙ্কর রেটে,
আর ঐ operation ব্যাপার আমরা
করেছি একচেটে।
আমরা M. B. কিম্বা M. D. ইত্যাদি।

মিশ্র ইমনকল্যাণ—একতাল।

পরিণয়াভিনন্দন।

(মধু) মঙ্গল-গোধূলি-পরিণয়-উৎসব
—দরশনে আকুল প্রাণ,
আইল ঋতুপতি কুসুমমাল্য ল'য়ে
স্নিগ্ধমলয়, পিকতান।

এ শুভ মধুর প্রদোষ,
(তব) ভাগ্যগগনে, আজি, উদিল শুভগ্রহ
পূর্ণবিমলপরিতোষ;
আশীর্ব্বাদ করিছে মুহুঃ বরিষণ,
শিরে তুলি লহ দেববান।

দুঃখ দৈন্য সব দূর;
লক্ষ্মীস্বরূপিণী আন গৃহে, ধন
ধান্যে হইবে ভরপূর;
বিশ্বনাথপদে প্রণম ভক্তিভরে,
বল "জয় করুণা নিধান"!

"ঐ ভৈরবে বাজিছে বিকট ভয়াবহ"—সুর।

বিদায়-অভিনন্দন ।*

তুমি সত্য কি যাবে চলিয়া ?
পুত্রকল্প প্রিয়শিশুদলে
যেতেছ আজি কি বলিয়া ?

মোরা ভাসিতেছি আঁখিনীরে,
তোমার শুভ্র স্মৃতিটুকু ল'য়ে
যাব কি হে গৃহে ফিরে ;

তব উপদেশ সুধাবাণী,
তব সৌম্যমূরতিখানি,
আজি বিদায়ের দিনে, পুণ্যকিরণে
উঠিছে হৃদয় জ্বলিয়া ।

আজি, কি দিয়া শুধিব ঋণ হে,
মুগ্ধ প্রাণের প্রীতিটুকু ছাড়া,
কি আছে ? আমরা দীন হে !

---

* কোন শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে রচিত ।

অভয়া।

তুমি কীৰ্ত্তিবিমানে চড়িয়া,
যশের মুকুট পরিয়া,
দীর্ঘজীবন লভ, সুখে থাক
যেওনা মোদের ভুলিয়া।

"কেন বঞ্চিত হব চরণে"—সুর
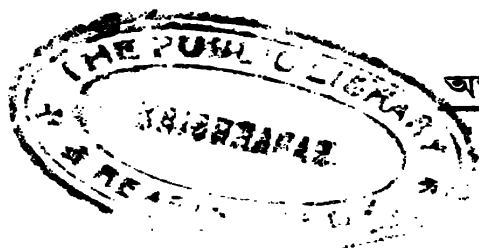
সংস্কৃতভাষার পুনরুদ্ধার।

চির-নিরানন্দ গেহে কি আনন্দ উপজিল !
বিষণ্ণ-আকুল প্রাণে কেবা শান্তি ঢালি দিল !
নিরাশার দ্বার খুলি, "উঠ মা, জাগো মা" বলি,
আনন্দ আহ্বানে কেবা জননীরে জাগাইল !
জ্ঞানের আলোক দিয়া, ভরিল আঁধার হিয়া,
দুখিনী মায়ের চির-আঁখি-বারি মুছাইল।
কে কোথা রয়েছ প'ড়ে, ছুটে এস ত্বরা ক'রে,
দেখ দয়াময় বিধি কিবা নিধি মিলাইল।

বাগীশ্বরী—আড়াঠেকা

সংস্কৃতভাষা

শুনিবে কি আর ?
আর্য্যের সে দেব ভাষা নিত্য সুধাসার ।
চতুর্ব্বেদ শ্রুতি স্মৃতি, গায় যার যশোগীতি,
কবীন্দ্র বাল্মীকি ব্যাস, সুপুত্র যাহার ;
যে ভাষায় রচি মন্ত্র, দর্শন পুরাণ তন্ত্র,
ক'রে গেছে কত নব সত্য আবিষ্কার ।
ভারতে জনম ল'য়ে, অশেষ লাঞ্ছনা স'য়ে,
অনাদর অযতনে, কি দশা তাহার !
দেববালা অঙ্গহীন, কি বিষণ্ণ কি মলিন !
হেরিলে পাষাণ প্রাণ কাঁদেনা তোমার ?
অমৃত আস্বাদ ভুলি, ধরেছ বিদেশী বুলি,
বিদেশে চাহিয়া দেখ সম্মান তাহার ;
তোমার নিজস্ব ল'য়ে, পরে যায় ধন্য হ'য়ে,
ফিরিয়া না দেখ তুমি, হায় কি বিকার !

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

দুর্ভিক্ষ।*

অস্থিভূষণ মৃত্যুদানব
ভীম-নগ্ন-কপাল-মালী,
রুদ্র নেত্রে কি রোষ পাবক,
জ্বলিছে তীক্ষ্ণ মরীচি-শালী !
দুঃখ, দৈন্য, বিষম বুভূক্ষা,
প্রেত-প্রেতিনী সঙ্গে,
নাচে তাণ্ডবে, অট্ট হাসিছে
ভীম কর্কশ কি করতালি !

—জাগো জাগো বিলাস পরিহর,
ত্যজ সুকোমল শয়ন রে,
দৈত্য নাশিতে ডাক জননীরে
দৈত্য-হরণা শক্তি কালী।

বিজয়া—তেওড়া।

---

* উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে রচিত।

কোন বন্ধুর অকালমৃত্যু উপলক্ষে।

তবে কেন শোক,
যদি রে আনন্দময়, পুণ্য পরলোক ?
যে দেশে গিয়াছে ভাই, সে দেশে বিষাদ নাই ;
চিদানন্দ সুখস্রোতে, চিরামৃত যোগ।
ভগবত ভক্তগণে, ভক্তিভরে হৃষ্টমনে,
হরিগুণ আলাপনে, হরে সদা কাল ;
জনম মরণ তথা, অলীক স্বপন কথা,
নাহি অশ্রুজল, প্রিয়-সুহৃদ-বিয়োগ।
এড়ায়ে ভব-জঞ্জাল, গিয়েছ করেছ ভাল,
সংসারের দুঃখ জ্বালা, পাবে না তোমায়,
আমাদের অশ্রুজলে, যেন মন নাহি টলে,
চিরশান্তি মাঝে কর, নিত্যসুখ ভোগ।
কর, সখা, আশীর্ব্বাদ, ঘুচে ভব পরমাদ,
তব পুণ্য-পথ বহি, যেন চ'লে যাই ;
জীবনে কর্ত্তব্য যাহা, সম্পাদন করি তাহা,
হরিনাম মহামন্ত্রে, নাশে ভব-রোগ।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

রুগ্নের দুর্গোৎসব

মা কখন এলে, কখন গেলে ?
এবার রোগের জ্বালায় পাইনি দেখ্‌তে
চরণ দুটি নয়ন মেলে !
কার বাড়ী অনাদর হ'ল, কার বাড়ী বা ভক্তি পেলে ;
উপোস হ'ল কোথায় বল্, মা, প্রীতির অন্ন কোথায় খেলে ?
ঘিয়ের লুচি ভোগ দিলে কে, কেবা ভেজে দিলে তেলে ;
কার বাড়ী মা ফাউলকারি, ভোগ দিলে কে আতব চেলে ?
কে দিলে, মা, শ্রীচরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি ঢেলে,
কেবা মদ দিয়ে সহস্রধারায় মনের সুখে স্নান করালে ?
নিন্দার ভয়ে কৌলিক রক্ষা কল্লে, মা, কোন্ সুবোধ ছেলে ;
জাঁকজমক দেখালে কেবা ঝাড় লণ্ঠনে বাতি জ্বেলে ?
কার পূজা বা নব্য মতে, কার পূজা নেহাৎ সেকেলে ;
এ দারুণ দুর্দ্দিনে হ'লি অন্নপূর্ণা কার হেঁসেলে ?
কে দিলে মা রেলির কাপড়, দিশি তাঁতের বস্ত্র ফেলে ;
কোন্ পুরুত তিন বাড়ীর পূজা ক'রে বেড়ায় অবহেলে ?
কোন্ পূজকের মুখে মন্ত্র, মন রয়েছে লুচির থালে,
আর কিছু বলুক না বলুক, 'ভ্যো নম'টা বলেই বলে।

অভয়া।

কান্ত বলে শোন্ মা, তারা, আস্‌ছে বছর আবার এলে,
নাও যদি মারিস্ প্রাণে, এই অস্থরগুলো পূরিস্ জেলে।

প্রসাদী—স্থর।

মনোবেদনা।

কোন্ অজানা দেশে আছ কোন্ ঠিকানায়,
লুকিয়ে লুকিয়ে ভালবাস যে আমায় ;
গোপনে যাওয়া আসা, ভালবাসা, চোখের আড়াল সব,
লোক দেখান নয় হে তোমার করুণা নীরব ;
নয়নের সাম্‌নে থাক, দেখা নাহি যায় !

জংলা—জলদ একতালা।

অভ্যর্থনা ।

কোন্ সুন্দর নব প্রভাতে,
তুমি উদিলে ধরা জাগিল হে !
স্নিগ্ধমলয় বহিল মন্দ,
বনকুসুম—
তব বদনচুম্ব মাগিল হে !
দুখ নিমগনে, ধরাবাসিজনে,
আনন্দকিরণে ভাসিল—
মোহ-জলদ সরিল,—সবারি হৃদয়-
আঁধার টুটিল হে :
'জয়মঙ্গলরূপী নবরবি' রবে
সবে বন্দন গাহিল হে !
আবার—সান্ধ্যগগনে স্তিমিতকিরণে
চলিলে, নিভিল উজল ভাতি হে,
অস্ত, নিখিল ব্যস্ত, দিয়ে গেলে
দুখরাতি হে,
সবে ডুবিল ঘোর অন্ধতিমিরে
নিরাশায় চিত ভরিল হে !

আর কি কভু এ ভাগ্যগগনে
উদিবে করুণা করিয়া,
দাঁড়াও ! সৌম্য মূরতি হেরি, এ
তৃষিত নয়ন ভরিয়া ;
তবে মিলনের ভয়ে বিরহ ভীতি
হৃদয় আকুল করিল হে।

মিশ্র খাম্বাজ—জলদ একতালা।

কোন প্রথিতনামা সাহিত্যসেবীর

পরলোকগমন উপলক্ষে।

নিষ্প্রভ কেন চন্দ্র তপন,
স্তম্ভিত মৃদু গন্ধবহন,
ধীর তটিনী মন্দ গমন,
স্তব্ধ সকল পাখী।
সজল করুণ যত নয়ান,
শুষ্ক মলিন নত বয়ান,
লক্ষ শোক নিহিত বক্ষে,
দুঃখ উঠিছে জাগি॥
ত্যক্ত সকল সুখ-বিলাস,
উষ্ণ বিকল দুখ-নিশাস,
"হা বান্ধব" উঠিছে ভাষ,
অন্তর তল থাকি।
বৃদ্ধ যুবক অর্থী নিঃস্ব,
হা হা রবে পূরিল বিশ্ব,
শোক মুগ্ধ নিখিল বঙ্গ,
সৌম্য হে তব লাগি॥

ঝিঝিট—একতালা।

শেষ আশ্রয়।

আর কি ভরসা আছে তোমারি চরণ বিনে,
আর কোথা যাব তুমি না রাখিলে দীনহীনে ?
নিতান্ত কলুষিত ভ্রান্ত বিষয়মদে,
কৃতান্ত ভয়ভীত শ্রান্ত জীবনপথে,
ঘোর বিভীষিকা মাঝে, তারিণি কি তারিবি নে ?
কি মোহ মদিরা পানে বৃথা এ জনম গেল,
নয়ন মেলিয়ে দেখি শমন নিকটে এল,
কোলে নে, করুণাময়ি, অকিঞ্চন এ মলিনে।

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী।

'অমৃত' সম্বন্ধে অভিমত।

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সভাপতি, প্রবীণ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলেন :—

""অমৃত" পান করিলাম। বালকদিগের কেন, আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই উপকার হইবে। ভাষা যতদূর সম্ভাবনা সরল।"

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইসচেন্সলার, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন :—

"আপনার প্রদত্ত 'অমৃত' নামক পুস্তকখানি সাদরে গ্রহণ করিলাম এবং ধন্যবাদের সহিত তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। আপনার এই পুস্তকের কিয়দংশ পাঠ করিয়াছি। কবিতাগুলি অতি সরল ও সুন্দর হইয়াছে।"

'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম' রচয়িতা প্রবীণ সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন :—

"এ কাব্যের যথাযথ সমালোচনা হইলে, তাহা অনুকূল হইতেই হইবে।"

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র ঐতিহাসিক সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন :—

"তিক্ত পিলের পরিবর্ত্তে রজনীকান্ত বালকদের জন্য এই অমৃ-তের ব্যবস্থা করিয়াছেন; আমরা তাঁহার নিকট এই জন্য ঋণী রহিলাম।"

রিপণকলেজের অধ্যক্ষ, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের অক্লান্তকর্ম্মা সম্পাদক, সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলেন ঃ—

"যে কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টিকে রজনীকান্ত "অমৃত" নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহা অমৃতের কণিকা, সন্দেহ নাই। রোগশয্যায় থাকিয়াও তিনি তাঁহার স্বদেশীগণকে এই অমৃত-কণিকা পানে তৃপ্ত করিতেছেন, ইহা তাঁহারই উপযুক্ত।"

সুকবি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয় বলেন ঃ—

"আপনার 'অমৃত' পান করিলাম। এই উৎকট রোগে মৃত্যু বিভীষিকার মধ্যে যিনি এরূপ সুস্থ ও সবল কবিতা লিখিতে পারেন তিনি বাণীর সামান্য সাধক নহেন। তিনি মনুষ্যের নিন্দা প্রশংসার বহির্ভূত নমস্য কবি।"

'প্রবাসী' বলেন ঃ—

"'অমৃত' অমৃত। অষ্টপদী কবিতায় নীতিকথাগুলি সরল রূপকের সোনালি ইন্দ্রজালে ঢাকা পড়িয়া প্রাণের রাজ্যে একটি অপূর্ব্ব ভাবরসের মায়া বিস্তার করে। এইরূপ ধরণের কবিতা রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা' প্রথম। কান্ত কবি সেই পথের সম্ভ্রান্ত পথিক, স্বতন্ত্র স্বাধীন। এই বইখানি অভিভাবকেরা শিশুদিগকে পড়িতে দিলে অনেক নীরস উপদেশের চেয়ে অধিক ফললাভ করিবেন। এক একটি কবিতা ভাবের মহত্ত্বে রত্নবিশেষ।"

'ভারতী' বলেন ঃ—

"পুস্তকখানি সার্থকনামা। ইহার কবিতাগুলি প্রকৃতই অমৃতের ন্যায় মধুর উপাদেয়। নিদারুণ রোগশয্যায়শায়িত হইয়া কবি এ গুলি রচনা করিয়াছেন, তাই বুঝি সংসার নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার

কবিত্ব মহিমায় ইহা এখন সমুজ্জ্বল। * * * ইহার প্রত্যেক কবিতা এক একটি ক্ষুদ্র হীরক খণ্ড।”

‘নব্যভারত’ বলেন ঃ—

“এরূপ স্বদেশানুরাগপূর্ণ এরূপ সুধাধারা আর কোথাও দেখা যায় নাই। উৎসর্গে (কবির) শেষ অনুরোধ—‘দেখো র’ল দেশ।’ এই একটি কথায় গ্রন্থকারের সমগ্র হৃদয়খানি ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। সদ্ভাবশতকের পর এরূপ অমৃতধারা এদেশে আর প্রবাহিত হয় নাই। ঘরে ঘরে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রচারিত হউক। মুমূর্ষু গ্রন্থকার দেখিয়া যাইতে সমর্থ হউন যে এদেশে গুণের আদর নির্ব্বাপিত হয় নাই।”

“সুপ্রভাত” বলেন ঃ—

“‘অমৃত’ প্রকৃতই অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছে। কবিতাগুলি সব হীরার টুক্‌রা। প্রত্যেকটি মহৎভাব পূর্ণ অমূল্য শিক্ষা প্রদান করিতেছে।”

‘উপাসনা’ বলেন ঃ—

“পুস্তকের ‘অমৃত’ নাম সার্থক হইয়াছে। ইহা বাস্তবিকই অমৃতের কণা—এমন সুস্বাদু, এমন সুখসেব্য, এমন জনহিতকর পুস্তকের নামের জন্য রজনীকান্ত বাবু একটা কৈফিয়ৎ দিতে গিয়াছেন ; কিন্তু কৈফিয়তের ত কোনই প্রয়োজন ছিল না। * * ইহাতে কেবল মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য ও সহৃদয়তাই দেখিলাম। কথা প্রসঙ্গে যেখানে একটু তীব্রতা স্বভাবতই আইসে, সেখানেও তাহা এই পুস্তকে অতি কোমল, অতি করুণভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। পুস্তক খানি বালক বালিকার জন্য বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলে সর্ব্বাংশেই ভাল হয়।”

এতদ্ব্যতীত 'বেঙ্গলী', 'ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ', 'ষ্টেটসম্যান', 'বসুমতী', 'সঞ্জীবনী', 'হিতবাদী', 'বঙ্গবাসী' প্রভৃতি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় বিশেষরূপে প্রশংসিত।